বিশ্ব আহ্বান দিবস
বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ❖ ২৫ এপ্রিল - ১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে বর্তমান ধারা বা ট্রেন্ড

“আহ্বান” ঈশ্বরের ভালোবাসার দান

করোনাকালে বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য উপহার ১৭জন নতুন যাজক

শোকবার্তা

প্রয়াত ছিটন জেমস্ রোজারিও
জন্ম : ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে-দেখতে তিনটি বছর চলে গেল। আমরা ফুলের ডালি সাঁজিয়ে রেখেছি জন্মদিনে তোমাকে উপহার দেবো বলে। অথচ তোমার জন্মদিনে তোমাকে আর কখনো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার সৌভাগ্য আমাদের হবে না, কেননা তোমার জন্মদিনটিই যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার মৃত্যুর দিন।

জন্মিলে মরিতে হবে - প্রকৃতির এই অমোঘ সত্য যেন তোমার এই জন্ম ও মৃত্যুর দিনটির মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়েছে। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই তা আজও আমরা মেনে নিতে পারি না। তোমার অবুঝ দুই সন্তান আজও বাবা বাবা বলে পাগল। তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের জানা নেই। শুধু এটুকু বিশ্বাস করি পরম করুণাময়ের কৃপায় স্বর্গে অবস্থান করে তুমি তোমার সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, স্ত্রী, বোন এবং আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গলার্থে বৈশ্বিক মহামারীর এই যুগে সর্বদা প্রার্থনা করছো।

পৃথিবীতে তোমার প্রতি আমাদের কোন অন্যায় আচরণ, ভুল বুঝাবুঝি তুমি ক্ষমা করো। আর ধরাধামে তোমার যদি কোন পাপ-অপরাধ থেকে থাকে তা যেন সবাই ক্ষমা করে দেন এই অনুরোধ করি। আমাদের জন্য সর্বদা এই প্রার্থনা করো যেন আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করে পরমেশ্বরের মহিমা করতে পারি। ঈশ্বর যেন তোমার সকল পাপ-অপরাধ মার্জনা করে তোমাকে স্বর্গে চিরসুখে ঠাঁই দেন এই প্রার্থনা করি।

তোমার শোকসন্তপ্ত
বাবা : সমর রোজারিও
মা : অনিতা ক্রুশ
স্ত্রী : ঈশিতা টুম্পা কস্তা
ছেলে : অর্নেট রোজারিও
মেয়ে : এরিসা রোজারিও
বোন : শিবলী রোজারিও
বোন জামাই : বিকাশ ডমিনিক কস্তা
ভাগিনা : অরিয়ন কস্তা
ভাগিনী : এ্যানিয়া কস্তা।

বিজ্ঞ/১৪/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৪
২৫ এপ্রিল - ১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট ও যথার্থ মজুরের প্রয়োজন

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর মহাদুর্যোগের মধ্যেও মণ্ডলীর ঐতিহ্য বজায় রেখে পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মাতামণ্ডলী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে বিশ্ব আহ্বানের জন্য প্রার্থনার ৫৮তম দিবস এবং উত্তম মেষপালকের পর্ব। এ মহাসঙ্কটকালে অনেক-অনেক উত্তম মেষপালকের অতীব প্রয়োজন, যারা নিজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়ে মানুষকে বিপদমুক্ত ও রক্ষা করতে এগিয়ে যাবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই বিশেষ সময়ে বেশকিছু পেশার মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা উত্তম মেষপালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ধরণের মানুষেরা যেন সুস্থ ও নিরাপদে থাকেন এবং তাদের সংখ্যা যেন আরো বৃদ্ধি পায় তার জন্য প্রার্থনাও অব্যাহত রাখবো।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুকে উত্তম মেষপালকের আদর্শ মানেন। কেননা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে যিশু মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার ও অনন্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। উত্তম মেষপালক যিশু খ্রিস্টের জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর ভালবাসা ও সেবার কাজকে চলমান রাখতে যারা ব্রতীয় ও যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করেছেন ও করবেন তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় এই আহ্বান দিবসে। পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পল যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবন আহ্বানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ব আহ্বান ও প্রার্থনা রবিবার প্রচলন করেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৫৮তম আহ্বান দিবস ও প্রার্থনা রবিবারের বাণীতে সাধু যোসেফের দিকে আমাদেরকে ফিরে তাকাতে অনুরোধ করেন, কারণ তিনি পবিত্র পরিবার ও যিশুর রক্ষকের মতো আহ্বানেরও রক্ষক। পোপ মহোদয় বলেন "ঐশ আহবান প্রথম ধাপেই আমাদের অনুপ্রাণিত করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে। শুধুমাত্র ঐশঅনুগ্রহের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েই, নিজস্ব পরিকল্পনা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আমরা ঈশ্বরকে "হ্যাঁ" বলতে পারি। ঐশপরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সাধু যোসেফ আমাদের জন্য এক অনন্য উদাহরণ। তিনি আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের সাহায্য করুন, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। সাহস করে প্রভুর প্রতি "হ্যাঁ" বলতে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করুন, যে প্রভু সবর্দা অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান করেন কিন্তু কখনো কাউকে নিরাশ করেন না।

ক্ষুদ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীকেও প্রভু নিরাশ করেন না। করোনাভাইরাসের সঙ্কটকালেও বাংলাদেশ মণ্ডলী পেয়েছে ১৭জন নতুন যাজক এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন সন্ন্যাসব্রতী/ব্রতীনী। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের কাথলিক মণ্ডলীর ডিরেকটরীর তথ্যানুসারে কাথলিক জনসংখ্যা হলো ৩,৯৬,৫২২জন যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.২৯%। এ ক্ষুদ্র বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিচালনার জন্য রয়েছে ২৪০জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও ১৪৩৪ জন সন্ন্যাসব্রতী (যাজকসহ)। যা মোট কাথলিক সংখ্যার ২.৭৭%। অন্যভাবে বলা হয়, ২৩৭জন খ্রিস্টভক্তের জন্য একজন যাজক বা একজন সন্ন্যাসব্রতী আছেন। তাই বলা যায়, অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনাহ্বানে প্রবেশে প্রার্থীর সংখ্যা বেশ ভালো। বর্তমান সময়ে কয়েকটি নারীসংঘে যদিও প্রার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে তবুও সার্বিক বিবেচনায় আহ্বান জীবনে পুষ্টতা পরীলক্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে। তবে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী অধ্যুষিত বরেন্দ্র এলাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ অঞ্চল এমনকি ঐতিহ্যবাহী ধর্মপল্লীগুলোতেও যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের পদচারণা আরো বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। আর সেজন্যই আরো বেশি সংখ্যক যুবক-যুবতীদের ধর্মীয় জীবন গ্রহণে সহায়তা দান প্রয়োজন। এ সহায়তা দান আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবেই হতে পারে। প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবার পারিবারিকভাবে প্রার্থনা করে, ধর্মীয় জীবনের প্রশংসা করে, সমালোচনা না করে, শিশু-কিশোরদের উৎসাহ যুগিয়ে এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জীবনে বৃদ্ধিকল্পে ভূমিকা রাখতে পারেন। অন্যদিকে, নিজ সন্তানকে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, আহ্বান পরিষদের সাথে যুক্ত হয়ে, দরিদ্র কোন গঠনপ্রার্থীকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, গঠনদানের কাজে জড়িত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জীবনে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করতে পারি। আহ্বান জীবনে প্রবেশের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে-সাথে মানের দিকটাও বিবেচনায় আনতে হবে। আহ্বান জীবনে যেন সংখ্যা বৃদ্ধিই বিবেচনায় না আসে। বর্তমান সময়ে অনেককেই বলতে শোনা যায়, এখন ব্রতধারী/ধারিণী ও যাজকগণ অনেক কাজে ব্যস্ত, তারা খ্রিস্টভক্তদের পরিবার পরিদর্শনে যান না; তারা আমাদের বর্তমান সময়ের যুবক-যুবতীদের প্রয়োজন ও চাহিদা বুঝেন না, কেউ-কেউ জগতের মানদণ্ডেই চলেন ইত্যাদি। এমনিতর পরিস্থিতিতে ও ভবিষ্যত বাস্তবতা মোকাবেলা করার জন্য একজন ভবিষ্যত যাজক ও ব্রতধারী/ধারিণীকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও গঠনের সাথে নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হতে হবে ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। জগতের মানদণ্ডে ক্যারিয়ার গড়ায় ব্রতী না হয়ে নিবেদনে ও সেবাতে সেরা হবার সাধনা প্রত্যেকজন গঠনপ্রার্থীর মনোবাসনা হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে যখন কেউ জীবন বিসর্জন দেয়, শুধুমাত্র তখনই জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। যখন আমরা উদারভাবে জীবন দিতে পারি, তখন এটা আমাদের সম্পদে পরিণত হয়। ধর্মীয় জীবন আহ্বান যা ঈশ্বরের অমূল্য দান তাতে যথার্থভাবে সাড়া দিয়ে একজন ব্যক্তি যেন ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক হতে পারেন ॥ †

আমিই উত্তম মেষপালক, যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

-(যোহন ১০:১৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

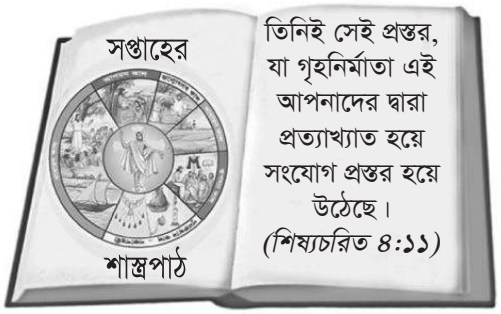

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ এপ্রিল - ০১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৫ এপ্রিল রবিবার পুনরুত্থানকালের ৪র্থ সপ্তাহ

(প্রাহরিক প্রার্থনা-৪)

শিষ্যচরিত ৪: ৮-১২, সাম ১১৮: ১, ৮-৯, ২১-২৩, ২৬, ২৮-২৯, ১ যোহন ৩: ১-২, যোহন ১০: ১১-১৮

বিশ্ব আহ্বান দিবস - দান সংগ্রহ

২৬ এপ্রিল সোমবার

শিষ্যচরিত ১১: ১-১৮, সাম ৪২: ২-৩; ৪২: ৩-৪, যোহন ১০: ১-১০

২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার

শিষ্যচরিত ১১: ১৯-২৬, সাম ৮৭: ১-৭, যোহন ১০: ২২-৩০

২৮ এপ্রিল বুধবার

শিষ্যচরিত ১২: ২৪ -- ১৩: ৫ক, সাম ৬৭: ১, ২, ৪, ৫, ৭, যোহন ১২: ৪৪-৫০

২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার

সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথারিনা, কুমারী ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ১৩: ১৩-২৫, সাম ৮৯: ১-২, ২০-২১, ২৪, ২৬, যোহন ১৩: ১৬-২০

৩০ এপ্রিল শুক্রবার

শিষ্যচরিত ১৩: ২৬-৩৩, সাম ২: ৬-১১, যোহন ১৪: ১-৬

১ মে শনিবার

বিশ্ব শ্রমিক দিবস বা মে দিবস, আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফ-এর স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ১৩: ৪৪-৫২, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৪: ৭-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ এপ্রিল রবিবার

+ ১৯৩৭ সিস্টর এম এম এমিলিয়া আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৪০ সিস্টার এম. মেরী গ্রেট্রুড এলএইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৩ ব্রাদার ডনাল্ড বেকার সিএসসি (ঢাকা)

২৬ এপ্রিল সোমবার

+ ১৮৫৭ ফাদার লুইস ভেরিটে সিএসসি
+ ১৯৩৩ সিস্টার এম. মাউরুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৮ ব্রাদার এটিন টার্ডি সিএসসি
+ ১৯৯৫ সিস্টার ওডিলিয়া লেগোল্ট সিএসসি
+ ২০০৪ সিস্টার গাব্রিয়েলা কুজুর সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার

+ ১৯৯৫ সিস্টার মেরী তেরেজা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৮ এপ্রিল বুধবার

+ ১৯২০ ফাদার মাইকেল ফাল্লিজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার কন্সটান্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৮ বিশপ দান্তে বাত্যোলিয়েরিন এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৮৮ ফাদার আলবার্ট ব্লু সিএসসি
+ ২০০০ ফাদার আমাতোরে আর্তিকো পিমে (দিনাজপুর)

৩০ এপ্রিল শুক্রবার

+ ১৯৭০ ফাদার যোসেফ সেন্ট মার্টিন সিএসসি

উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা

মরনঘাতী করোনাভাইরাসে বিশ্বের মোড়ল দেশগুলো যখন অর্থনৈতিক মন্দায় হিমশিম খাচ্ছে ঠিক তখনও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে সময় উপযোগী আর্থিক প্রনোদনা প্রদান ও বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার সাহসী পদক্ষেপে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখে বিশ্বদরবারে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করে এবং তার ফলশ্রুতিতেই গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘের সিডিপি এক বিশেষ সভায় বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের সুপারিশ করে অর্থাৎ এখন আমাদের প্রানপ্রিয় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ যা মুজিব শতবর্ষের ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের পূর্বক্ষনে আমাদেরে জন্য এক ঐতিহাসিক ও অনন্য মাইলফলক এবং বড় এক অর্জন।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্ব, দেশপ্রেম, নিরলস পরিশ্রম, সাহসী সিদ্ধান্ত ও সময় উপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশ আজ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের পথে নিয়ন্ত্ররভাবে এবং তারই ফসল উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ। উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তি। এতে করে বিশ্বে আমাদের মর্যাদা বাড়বে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, বেকারত্ব কমবে। মাথাপিছু আয় বাড়বে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে এবং মানুষের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে জাতিসংঘের সিডিপি হতে আমাদের ৫ বছরের প্রস্তুতির সময় দেওয়া হয়েছে যেন সবকিছুতে প্রস্তুতি নিয়ে ৫ বছর পর অর্থনৈতিকভাবে সনির্ভরতার স্বাক্ষর রেখে এলডিসি হতে বের হয়ে আসতে পারে দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্ব দরবারে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের চলার পথে শুরুতে নিশ্চয় অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে। সব চ্যালেঞ্জগুলো শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তাই প্রস্তুতির ৫ বছরের আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে উন্নয়ন ও বাস্তবমুখী। নিয়ম অনুযায়ী আগামী ৫ বছর পরই আমাদের দেশ এলডিসি হতে বের হয়ে আসবে এবং এতে করে অর্থনৈতিকভাবে জাতিসংঘের সাহায্য সহযোগীতা আমরা পাবো না উপরোন্ত উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে স্বল্পউন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে আমাদের সাপোর্ট দিতে হবে। সেই সাথে দাতা দেশ ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এন.জি.ও.) গুলো অর্থ-সহায়তা আগের মতো আসবে না। এতে করে আমাদের অর্থনীতিতে চাপ পড়তে পারে। তাই এখনই প্রস্তুতির সময়ের সূচনালগ্নে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরস্থানগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান ধরে রাখার বিকল্প নেই। আর্থিক প্রনোদনার সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ বিশেষ জরুরী। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ও ভঙ্গুর স্বাস্থ্যখাতের ভীত মজবুত জরুরী প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশের সাথে-সাথে আমাদের প্রত্যাশার পাল্লা ও অনেক বড়। উন্নয়নশীল দেশ হয়ে বিশ্বদরবারে স্থান করে নিতে আমাদের বড় প্রত্যাশা একদম জিরো টলারেন্সে দেশ হতে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মাদক, জঙ্গীবাদ, ধর্ষণ নির্মূল হোক। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক। গনতন্ত্রের চর্চা হোক। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হোক। শিক্ষা ও স্বাস্থখাতের ভীত মজবুত হোক। দেশে অর্থনৈতিক ১০০ জোন শীঘ্র চালু হোক ও বেকারত্ব নিম্নমুখী দেখার প্রত্যাশা। আমরা দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে প্রত্যেকে নিজ নিজ আয়কর পরিশোধ করে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখি। আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকুক। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা শেষ করে দ্রুত সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শেষ হোক। এক কথায় আমরা সব কিছুতেই সনির্ভর হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে মাথা উচু করে দাঁড়াবো একদম নির্ভয়ে সেই প্রত্যাশায় আমাদের সার্বিক উন্নয়নের পথ চলা হোক একসাথে আগামীর পথে ॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

২০২১ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

সাধু যোসেফ : আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা

খ্রিস্টেতে ভাই-বোনেরা,

গত ৮ ডিসেম্বর, সাধু যোসেফকে বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালকরূপে ঘোষণা করার ১৫০তম বার্ষিকী ছিল, তাঁর জন্য নিবেদিত একটি বিশেষ বর্ষ আরম্ভ হওয়ার মাইলফলক *(দ্র: প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক প্রৈরিত্রিক নির্দেশনামা, ৮ ডিসেম্বর, ২০২০)*। আমার পক্ষ থেকে একটি প্রৈরিত্রিক পত্র *"Patris Corde"* "পিতার হৃদয়ে" আমি লিখেছি, যার লক্ষ্য ছিল "এই মহান সাধুর প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করা"। সাধু যোসেফ একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; অন্যদিকে একই সময় তিনি এমন একজন ব্যক্তি, "যিনি আমাদের মানবীয় অভিজ্ঞতার অতি নিকটতম"। তিনি কোন আশ্চর্য কাজ করেননি, তাঁর কোন অনন্য প্রতিভা ছিল না। যারা তাঁর অতি আপনজন, তাদের কাছে যোসেফের কোন বিশেষ গুণাবলী বা দক্ষতা চোখে পড়েনি। তিনি কোন বিখ্যাত বা উল্লেখযোগ্য মানুষ ছিলেন না। মঙ্গলসমাচারসমূহ তাঁর একটা কথা পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। তবুও অতি সাধারণ জীবনের মধ্যদিয়ে তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

ঈশ্বর সবসময় মানুষের হৃদয় দেখেন *(দ্র: ১ম সামুয়েল ১৬:৭)*, এবং সাধু যোসেফের মধ্যে তিনি একটা সত্যিকারের হৃদয় খুঁজে পেয়েছেন, যা রুটিন বাধা জীবনে প্রতিদিন জীবন উৎসর্গ ও সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রত্যেক জীবনাহ্বানের রয়েছে এই একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রতিদিন জীবন সৃষ্টি ও নবায়ন করা। প্রভুর ইচ্ছা হলো পিতা-মাতাদের হৃদয়সমূহকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, এমন হৃদয় যা সর্বদা উন্মুক্ত, মহৎ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। এ হৃদয় জীবন উৎসর্গে উদার হস্ত, উদ্বিগ্নদের সান্ত্বনাদানে সহমর্মী এবং আশা দৃঢ়করণে অটল। বর্তমান এই ভঙ্গুর সময়ে, যখন মানব জীবনের ভবিষ্যত এবং আসল অর্থ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও ভয় ঢুকে পড়েছে, বিশেষত: এই বৈশ্বিক মহামারীর দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে যাজকত্ব ও নিবেদিত জীবনে এই সমস্ত গুণাবলী খুবই প্রয়োজন। সাধু যোসেফ তাঁর সহজ সরল অবয়ব নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাদের কাছে আসেন এমনভাবে, যেন তিনি আমাদের পাশের বাড়ীর সাধু। একই সময়ে তাঁর দৃঢ়তর সাক্ষ্যদান আমাদের যাত্রা পথে পথ প্রদর্শক হয়ে উঠে।

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনাহ্বানের বিষয়ে সাধু যোসেফ আমাদেরকে তিনটা মূল শব্দ বাতলে দেন। প্রথম শব্দটি হচ্ছে **'স্বপ্ন'**। জীবনে পূর্ণতা লাভের স্বপ্ন সবাই দেখে। আমরা সবাই বড়-বড় আশা, উচ্চাভিলাষ সযত্নে লালন করি, যা ক্ষণস্থায়ী উপায়সমূহ, যেমন– সাফল্য, টাকা-পয়সা, চিত্ত-বিনোদন ইত্যাদি দিয়ে পরিতৃপ্ত করা যায় না। যদি আমরা মানুষকে তার জীবনের স্বপ্ন এক কথায় প্রকাশ করতে বলি, তবে এটা সহজে ধারণা করতে পারি যে, উত্তর হবে, "আমি ভালবাসা পেতে চাই"। ভালবাসা মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে দেয় কারণ এই ভালবাসাই জীবনের রহস্য উন্মোচন করে। প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা জীবন বিসর্জন দেই, শুধুমাত্র তখনই জীবনের অর্থ খুঁজে পাই। যখন আমরা উদারভাবে জীবন দিতে পারি, তখন এটা আমাদের সম্পদে পরিণত হয়। এ বিষয়ে আমাদের জন্য সাধু যোসেফের অনেক কিছু বলার রয়েছে, কারণ স্বপ্নের ভিতর ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর জীবনকে এক মহামূল্যবান উপহারে পরিণত করেছিলেন।

মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে চারটি স্বপ্নের কথা বলে *(দ্র: মথি ১:২০; ২:১৩, ১৯, ২২)*। এগুলো ছিলো ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা আহ্বান, কিন্তু এগুলো গ্রহণ করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রত্যেকটা স্বপ্ন দেখার পর যোসেফকে তাঁর কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হয়েছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। ঈশ্বরের রহস্যময় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে তাঁর নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছিল। আমরা হয়তো নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি, "রাত্রের স্বপ্নে বিশ্বাস করা কি এত দরকার?" প্রাচীনকালে স্বপ্নকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো যদিও জীবনের প্রকৃত বাস্তবতায় এর মূল্য তেমন ছিল না। তারপরও সাধু যোসেফ দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেকে এই স্বপ্ন দ্বারাই চালিত করলেন। কিন্তু কেন? কারণ তাঁর হৃদয় ঈশ্বরের দিকে চালিত ছিল, ঈশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট ছিল তাঁর হৃদয়। ঈশ্বরের মুখনিসৃত বাণী উপলব্ধি করার জন্য সদাজাগ্রত তাঁর কর্ণগভীরে সামান্য একটা চিহ্নই যথেষ্ঠ ছিল। আমাদের আহ্বানের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ঈশ্বর অলৌকিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন না। আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তিনি খর্ব করতে চান না। তিনি অতি সাধারণভাবে তাঁর কর্মপরিকল্পনা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কোন আশ্চর্য দিব্য দর্শনের মাধ্যমে তিনি আমাদের বিহ্বল করে তোলেন না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তিনি কথা বলেন। আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। সাধু যোসেফের ন্যায় আমাদের জন্যও তিনি এভাবেই এক গভীর ও অনিশ্চিত দিগন্ত তুলে ধরেন।

এটা সত্য যে, যোসেফের স্বপ্ন তাঁকে এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে নিয়ে গেছে, যা সে কল্পনাও করতে পারেননি। প্রথম স্বপ্ন তাঁর বাগ্‌বিবাহকে ভেঙ্গে শেষ করে দিয়েছিল কিন্তু এটা তাঁকে মুক্তিদাতার পালক পিতা হওয়ার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় স্বপ্ন তাঁকে মিশরে পালাতে বাধ্য করেছে, যা তাঁর পরিবারকে রক্ষা করেছে। তৃতীয় স্বপ্ন তাঁকে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে মানা করেছে। চতুর্থ স্বপ্ন দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা পরিবর্তন করে নাজারেথ শহরে ফিরে আসেন, যে শহরে যিশু ঐশরাজ্যের প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন। এরূপ আমূল পরিবর্তনের মধ্যে সাধু যোসেফ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের সাহস পেয়েছিলেন। আহ্বানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়: ঐশ আহ্বান প্রথম ধাপেই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে। শুধুমাত্র ঐশঅনুগ্রহের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ঈশ্বরকে আমরা "হ্যাঁ" বলতে পারি। ঐশ পরিকল্পনা গ্রহনের ব্যাপারে সাধু যোসেফ আমাদের জন্য এক অনন্য উদাহরণ। তিনি সক্রিয় গ্রহণীয় ব্যক্তি যে কখনো অনিচ্ছুক বা হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ছিলেন না। তিনি আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ করে

যুবক-যুবতীদের সাহায্য করুন, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে। সাহস করে প্রভুর প্রতি "হ্যাঁ" বলতে তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করুন, যে প্রভু সবসময় অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান করেন কিন্তু কখনো নিরাশ করেন না।

দ্বিতীয় শব্দ যা সাধু যোসেফের যাত্রাপথ ও আহ্বানকে চিহ্নিত করে তা হলো : কর্মদায়িত্ব বা সেবাকাজ। মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই কিভাবে সাধু যোসেফ অন্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে জীবন-যাপন করেছেন। অতি সাধারণ জীবন-যাপনে সক্ষমতার জন্য ঈশ্বরের পবিত্র জনগণ যোসেফকে 'পরম বিশুদ্ধ স্বামী' বলে সম্বোধন করে থাকে। সকল প্রকার সংকীর্ণ ভালবাসা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সবার জন্য ফলপ্রসূ কাজ করতে নিজেকে উন্মুক্ত করলেন। তাঁর প্রেমময় যত্ন যুগে-যুগে বিস্তৃত। তাঁর যত্নশীল অভিভাবকত্ব তাঁকে মণ্ডলীর প্রতিপালক পদে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি জানেন আত্ম বিসর্জনের অর্থ নিজের জীবনে বহন করতে। তাই তো সাধু যোসেফ 'সুখময় মৃত্যুর'ও প্রতিপালক। তাঁর কর্মদায়িত্ব ও আত্মত্যাগ সম্ভবপর হয়েছিল শুধুমাত্র তার মহত্তর ভালবাসার কারণে: "প্রত্যেক আহ্বান জন্ম নেয় আত্মদানের উপহার থেকে, যা পরিপক্ক আত্মবিসর্জনের ফসল। যাজকীয় জীবন এবং নিবেদিত জীবনে এই পরিপক্কতার প্রয়োজন রয়েছে। বিবাহিত বা কৌমার্য জীবন, আমাদের আহ্বান যাই হোক না কেন, সেখানে যদি ত্যাগের মহিমা না থাকে তা কখনো পরিপূর্ণ হবে না। ভালবাসা এক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও আনন্দের চিহ্ন না হয়ে আত্মদান পরিণত হয় নিরানন্দ, বিষাদ ও হতাশা প্রকাশের ঝুঁকি হিসাবে" *(Patris Corde 7)* ।

সাধু যোসেফের জন্য কর্মদায়িত্ব ছিল উপহার হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করার একটা উপায়। কাজকর্ম তাঁর জন্য শুধুমাত্র একটা উচ্চ আদর্শ ছিল না, ছিল তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের নিয়ম হিসাবে। যিশু কোথায় জন্ম নিবেন তার জন্য জায়গা খোঁজা ও প্রস্তুত করতে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। হেরোদের হাত থেকে শিশু যিশুকে রক্ষা করতে তাড়াতাড়ি মিশরে পালিয়ে যেতে তাঁর সাধ্যমত সবকিছু তিনি করেছেন। যিশু যখন হারিয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেরুসালেমে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর পরিবারকে ভরণ-পোষণ করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হতাশ না হয়ে তিনি বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। যারা সেবা করার জন্যই বাঁচে - এইরূপ মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সাধু যোসেফের জীবনাচরণে। সন্তানদের প্রতি সদা প্রসারিত হাত, সদা কর্মরত পিতা যোসেফ - সকল আহ্বানের জীবন্ত আদর্শ হতে কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে পারেন না।

যিশু ও মণ্ডলীর রক্ষক হিসাবে আমি মনে করি যে, সাধু যোসেফ আহ্বানেরও রক্ষক। রক্ষা করার মনোবাসনা থেকেই সেবা করার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে বলে যে, "যোসেফ তখনি উঠলেন আর সে রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন" *(মথি ২: ১৪)*। এই ঘটনা প্রকাশ করে পরিবারের মঙ্গলের প্রতি তাঁর সদাতৎপর চিন্তা। যাদেরকে যত্ন করার ভার তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতে তিনি সময় নষ্ট করেননি। প্রকৃত আহ্বানের চিহ্ন হচ্ছে এইরূপ চিন্তাযুক্ত মনোযোগ, যা ঐশ ভালবাসা দ্বারা জীবনের সাক্ষ্যদান করে। উচ্চাকাঙ্খা বা মিথ্যা মরিচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, মণ্ডলীর মাধ্যমে প্রভু যাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন - তাদেরকে যত্ন করেই 'খ্রিস্টীয় জীবনের সৌন্দর্য' আমরা জগতের সামনে তুলে ধরি। আর তখনি ঈশ্বর তাঁর আত্মা ও সৃজনশীলতাকে আমাদের উপর ঢেলে দেন। তিনি আমাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করেন, যেমন তিনি করেছিলেন সাধু যোসেফের মধ্যে।

ঈশ্বরের আহ্বান ও আমাদের সাড়াদান এবং সাধু যোসেফের প্রাত্যহিক জীবন ও খ্রিষ্টিয় আহ্বানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তৃতীয় গুণ হচ্ছে **"বিশ্বস্ততা"**। যোসেফ একজন "ন্যায়বান মানুষ"*(মথি ১:১৯)*, যিনি নীরবে দিনের পর দিন ঈশ্বরের কর্মপরিকল্পনা নিরলসভাবে পালন করে গেছেন। জীবনের কঠিন মুহূর্তে তিনি সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁকে কখন কি করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নিজেকে অযথা চাপের মধ্যে তিনি রাখেননি। হুট করে বা নিজের সহজাত ধারনার বশবর্তী হয়ে তিনি কোন কাজ করেননি। তিনি ক্ষণিকের জন্য জীবন-যাপন করেননি কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে সবকিছু বিবেচনা করেছেন। তিনি জানতেন যে, জীবনের সফলতা নির্ভর করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার উপর।

কিন্তু কিভাবে এই বিশ্বস্ততা চর্চা করা যায়? উত্তর হবে ঈশ্বরের নিজস্ব বিশ্বস্ততার আলোকেই এটা সম্ভব। সাধু যোসেফ স্বপ্নে প্রথম যে কথা শুনেছিলেন তা হলো ভীত না হওয়ার আমন্ত্রণ যেহেতু ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি সদা বিশ্বস্ত: "দায়ূদ সন্তান যোসেফ, ভয় পেয়ো না" *(মথি ১:২০)*। প্রিয় ভাইবোনেরা, যখন তোমরা অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে থাক, তখন প্রভু তোমাদের এই কথাগুলোই বলেন, "ভয় পেয়ো না"। যেখানেই থাক না কেন, বিভিন্ন পরীক্ষা প্রলোভন ও ভুল বুঝাবুঝির মধ্যেও যখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে প্রতিদিন সচেষ্ট থাক তখন এই কথাগুলিই বার বার তোমাদের জন্য উচ্চারিত হয়।

আনন্দের গোপন রহস্য হচ্ছে বিশ্বস্ততা। উপসনার একটি সাম-সঙ্গীতে নাজারেথের পবিত্র পরিবারে বিদ্যমান সেই "স্বচ্ছ আনন্দের" কথা বলা হয়েছে। এই আনন্দ সহজ-সরল সাধারণ জীবন-যাপনের আনন্দ। এই আনন্দ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা থেকে উৎসারিত। কতই না ভাল হত যদি সেই একই রকম পরিবেশ- অতি সাধারণ, আলোকিত, মৃদু ও আশাপূর্ণ অবস্থা আমাদের সেমিনারী, ধর্মীয় গঠন গৃহ বা যাজকালয় গুলিতে আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম। প্রিয় ভাইবোনেরা, যারা তোমরা বিশ্বস্তভাবে ভাইবোনের সেবার তরে তোমাদের জীবনের স্বপ্নগুলো ঈশ্বরের হাতে উদারভাবে সমর্পন করছ, প্রার্থনা করি তোমরা যেন সেই চিরস্থায়ী আনন্দ অভিজ্ঞতা করতে পার। সাধু যোসেফ, যিনি আহ্বানের রক্ষক, পিতৃসুলভ হৃদয়ে তিনি তোমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকুন।

- পোপ ফ্রান্সিস

সাধু যোহনের লাতেরান মহামন্দির, রোম
১৯ মার্চ, ২০২১, সাধু যোসেফের পর্ব।

বাংলা অনুবাদ : ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে
‘পিএমএস’র জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই-বোনেরা,

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর মহাদুর্যোগের মধ্যেও পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মাতামণ্ডলী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে বিশ্ব আহ্বানের জন্য প্রার্থনার ৫৮তম দিবস। বাংলাদেশ পিএমএস (বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা) - এর পক্ষ থেকে সবাইকে এ দিনের বিশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই বাংলাদেশসহ বিশ্ব খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল ধর্মপল্লীতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ, প্রার্থনা ও দান সংগ্রহ করা হয় যেন আমাদের সন্তানেরা ঈশ্বরের ডাকে আরো সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে পারে। ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র যেন কখনো কর্মীশূন্য না হয়ে পড়ে, কারণ “ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই” *(মথি ৯:৩৭)*।

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই স্থানীয় পুরোহিত ও ব্রতধারী-ব্রতধারিনীদের সংখ্যা দিন-দিন কমে যাচ্ছে। আমরা সবাই স্থানীয় যাজক ও উৎসর্গীকৃত মানব-মানবীদের তীব্র অভাব অনুভব করছি। এই অভাববোধ থেকেই মহিয়সী বিধবা নারী ষ্টিফেন বিগার্ড ও তাঁর মেয়ে জেনি বিগার্ড ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতরের সংস্থা”। ঐশ্বরিক প্রেরণায় উদ্দীপিত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য আহ্বানের উন্নতি সাধন করা। বিশ্ব আহ্বান দিবস পালনকালে এই মহিয়সী নারীদের কথা স্মরণ করে আসুন আমরাও মঙ্গলবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধিকল্পে অবদান রাখি আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও উদার আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে।

এ বছরের বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে দেওয়া বিশেষ বাণীতে পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে সাধু যোসেফের দিকে ফিরে তাকাতে অনুরোধ করেন, কারণ তিনি হচ্ছেন আহ্বানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রক্ষক। সাধু যোসেফকে আহ্বানের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে পোপ মহোদয় বলেন “ঐশ আহ্বান প্রথম ধাপেই আমাদের অনুপ্রাণিত করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে। শুধুমাত্র ঐশঅনুগ্রহের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, নিজস্ব পরিকল্পনা ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ঈশ্বরকে আমরা “হ্যাঁ” বলতে পারি। ঐশপরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে সাধু যোসেফ আমাদের জন্য এক অনন্য উদাহরণ। তিনি আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের সাহায্য করুন, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। সাহস করে প্রভুর প্রতি “হ্যাঁ” বলতে তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করুন, যে প্রভু সবর্দা অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান করেন কিন্তু কখনো কাউকে নিরাশ করেন না।”

পবিত্র শাস্ত্র ও পূণ্য পিতার বাণীর আলোকে এবং সাধু যোসেফের পূন্য গুণাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসুন আমরা মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট অনবরত প্রার্থনা করি, ত্যাগস্বীকার করি এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী উদার হস্তে দান করি। আহ্বান দিবসের সংগৃহীত দান পোপ মহোদয়ের সাধু পিতরের সংস্থায় জমা দেওয়া হয় এবং পোপ মহোদয় এই তহবিল থেকেই বিশ্বের সকল সেমিনারীয়ানদের পড়াশোনা ও ভরণপোষণ করে থাকেন।

গত বছর করোনা মহামারীর জন্যে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞার কারণে আহ্বান দিবসের বিশেষ খ্রিস্টযাগ, প্রার্থনা ও খাম বিতরণ সম্ভবপর হয়নি। তারপরও আপনাদের উদার আর্থিক অনুদান অব্যাহত ছিল, যদিও তা পরিমাণে খুবই সামান্য ছিল। গত বছর আপনাদের কাছ থেকে আমরা সর্বমোট ১,২৬,৪৬৪.০০ (এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত চৌষট্টি) টাকা পেয়েছি, যা এ বছর ধর্মপ্রদেশভিত্তিক তুলে ধরা হল না। মাতামণ্ডলীর আহ্বান বৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণে আপনাদের উদার অনুদান ও সহযোগিতার জন্য পোপ মহোদয় ও বাংলাদেশের সকল বিশপদের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খ্রিস্টেতে,
ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে আহ্বানের বর্তমান ধারা বা ট্রেণ্ড

ব্রাদার ষ্টিফেন বিনয় গমেজ সিএসসি

ভূমিকা : বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী খুব ছোট হলেও স্থানীয় সমাজের ওপর এর প্রভাব কোন অংশে কম নয়। কাথলিক ডাইরেকটরি অব বাংলাদেশ ২০১৯ খ্রিস্টব্দের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ১৩,৭০,৫৭,১৪১ এবং কাথলিক জনসংখ্যা রয়েছে ৩,৯৬, ৫২২ জন। এটা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২৯%। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পলের কথা অনুসারে বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী হলো 'ক্ষুদ্র মেষপাল'। এদেশে মণ্ডলী অতি ক্ষুদ্র হলেও তা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সমাজসেবার কাজে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে দু'টি মহাধর্মপ্রদেশ ও ছয়টি ধর্মপ্রদেশ এবং দুইজন আর্চবিশপ, ছয়জন বিশপ ও একজন সহকারী বিশপ রয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য অতি আনন্দের বিষয় হলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-কে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনালরূপে মনোনয়ন দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৪০জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক রয়েছেন।

কাথলিক ডাইরেক্টরি বাংলাদেশ ২০১৯ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ১৪৩৪জন সন্ন্যাসব্রতী রয়েছে যা মোট কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রায় ২.৭৭%। এদের মধ্যে সন্ন্যাসব্রতী যাজক ১৭৮ জন, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ১২৪জন এবং সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার ১১৩২জন।

বাংলাদেশে মোট ৩৬টি সন্ন্যাস-সংঘ ও ২টি সেকুলার ইন্সটিটিউট কর্মরত রয়েছে। (কাথলিক ডাইরেক্টরি বাংলাদেশ ২০১৯)।

যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আহ্বানের অর্থ : ইংরেজি শব্দ "*Vocation*" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *vocare* হতে, যার অর্থ হচ্ছে ডাক সুতরাং ইংরেজি শব্দ *vocation* অর্থ ডাক বা আহ্বান। সাধারণত, প্রত্যেকজন ব্যক্তিরই আহ্বান রয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ গুণাবলী, ক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন, যেন তারা খ্রিস্টের অতীন্দ্রিয় দেহের *(Mystical Body)* বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাতে পারেন। বেশির ভাগ মানুষ ভাল স্বামী ও স্ত্রী হতে, ভাল বাবা-মা হতে ও ঐশ নির্দেশনা অনুযায়ী সন্তান লালন-পালন করার লক্ষ্যে বিবাহিত জীবনে আহ্বান পেয়ে থাকেন। তবে 'আহ্বান' শব্দটি সচরাচর ব্যবহার হয় যখন বলা হয় ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে যাজক বা সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আহ্বান করেন।

সন্ন্যাস জীবনে আহ্বান হলো ঐশ মণ্ডলীভুক্ত কোন ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে প্রাপ্ত একটি বিশেষ উপহার, যা তাকে মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা **(তিনটি ব্রত-দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য)** অনুসারে জীবন-যাপন করার বিশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা যাজকীয় বা সন্ন্যাস জীবনে আহ্বান দাবি করতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বর তা আমাদের বিনামূল্যে প্রদান করে থাকেন। এই আহ্বান আবার বিশেষ কৃপা, যা ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রদান করে থাকেন এবং তাদের ডাকেন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা বা ব্রতত্রয় অনুসারে জীবন-যাপন করার জন্য।

যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে আহ্বানের দু'টি দিক রয়েছে: আহ্বান ও সাড়াদান। আহ্বান হলো ঐশরিক কিন্তু সাড়াদান মানবীয়। মানুষ হিসেবে আমরা কারও আহ্বান আছে কি না তা বিচার করতে পারি না; কারণ সবাই আহ্বান প্রাপ্ত কিন্তু কোন ব্যক্তি তার আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিচ্ছে আমরা তার মূল্যায়ন করতে পারি।

আহ্বান হলো ঈশ্বরের ডাক, যাতে অবশ্যই স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও স্বাধীনভাবে সাড়া দিতে হয়। ঈশ্বর প্রত্যেকজন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সম্মান করেন। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। প্রভু যিশু ধনী যুবকটিকে আহ্বান করেছিলেন কিন্তু সে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। যিশু তাকে বললেন: "যদি আত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা-কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাঁ গরিবদেরই দিয়ে দাও; তাহলে স্বর্গে তোমার জন্যে মহা-সম্পদ সঞ্চিত থাকবে! তারপর আমার কাছে এসো, আর আমার সঙ্গে-সঙ্গে চল!" এই কথা শুনে যুবকটি কেমন যেন বিষন্ন হয়েই ফিরে গেল, কেন না তার নিজের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। *(মথি ১৯:২১-২২)*। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ হলো আমাদের যা-কিছু আছে তা ত্যাগ করে প্রভু যিশুকে অনুসরণ করা।

যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে আহ্বানের বর্তমান ধারা বা ট্রেণ্ড : বর্তমানে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যাজকীয় ও উৎসর্গীকৃত জীবনে আহ্বান মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, আহ্বানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই আহ্বানের সংখ্যা কোন কোন এলাকায় বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার কোন কোন এলাকায় হ্রাস পাচ্ছে। যেমন আঠারগ্রাম এলাকা হতে বর্তমানে লক্ষণীয় হারে কমে আসছে । যদি জোর দিয়েই বলি, তেমন কোন আহ্বান নেই বললেই চলে। আবার নারী সন্ন্যাস-সংঘগুলোতে আহ্বানের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি বড় ৪/৫টি নারী সন্ন্যাস-সংঘের নব্যাদের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে গঠনগৃহ/সেমিনারীগুলোতে সেমিনারীয়ান বা গঠন-প্রার্থীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের চেয়ে আদিবাসীদের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাঙ্গালীদের চেয়ে আদিবাসী সেমিনারীয়ান বা গঠন-প্রার্থীদের সংখ্যা বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন বাংলাদেশ হতে অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী পরিবার বিদেশে চলে যাচ্ছে। আবার এও দেখা যাচ্ছে যে, আদিবাসী পরিবারগুলোতে বাঙ্গালী পরিবার হতে সন্তানের সংখ্যা বেশি।

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, উচ্চস্তরের সেমিনারী/গঠনগৃহগুলোর তুলনায় নিম্নস্তরের সেমিনারী/গঠনগৃহগুলোতে সেমিনারীয়ান/গঠনপ্রার্থীদের সংখ্যা বেশি। এটা হতে পারে যে নিম্ন পর্যায়ের গঠনগৃহগুলোতে সেমিনারীয়ান/গঠনপ্রার্থীদের যাজকীয়/সন্ন্যাস জীবনে যোগদানের মোটিভেশন ও উদ্দেশ্য পরিস্কার থাকে না। নিম্ন পর্যায়ের সেমিনারী/গঠনগৃহগুলোতে অধিক সংখ্যার সেমিনারীয়ান/গঠনপ্রার্থী থাকার কারণ হয়তো হতে পারে বিনাখরচ বা কম খরচে থাকা খাওয়া ও পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পিতা-মাতাগণ হয়তো তাদের সন্তানদের গঠনগৃহ/সেমিনারীতে পাঠাতে চান কারণ এখানে পড়াশুনা ও নৈতিক ও ধর্মীয় গঠনের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে।

বর্তমানে সেমিনারীয়ান বা গঠন প্রার্থীদের একটি বড় সংখ্যা ডিগ্রী পরীক্ষার পর সেমিনারী বা গঠনগৃহ ত্যাগ করে থাকেন । যে সকল সন্ন্যাস-সংঘে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর নব্যালয়ে যেতে হয় সে ক্ষেত্রে তাদের বড় একটি সংখ্যা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সেমিনারী বা গঠনগৃহ হতে বের হয়ে যান। ইংরেজিতে তাদের দক্ষতা এবং ভাল শিক্ষার জন্যে তারা খুব সহজেই বিভিন্ন সাহায্য-সংস্থায় কাজ পেয়ে যান। বিশেষভাবে ডিগ্রী পাশ করার পর তারা নিজেরা কিছুটা আয় করতে পারেন ও তাদেরকে অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না। সুতরাং, এসময়ই সেমিনারীয়ান/গঠনপ্রার্থীগণ গঠন-স্তর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে বেশির ভাগ আহ্বান আসে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলো হতে। সাধারণত, দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের জীবন-জীবিকা ও অন্যান্য ব্যাপারে ঈশ্বরের ওপর বেশি নির্ভর করে থাকেন। ফলে এসকল পরিবারগুলো প্রার্থনা জীবন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পরিবারগুলোর চেয়ে কিছুটা ভাল বলে

মনে হয়। সাধারণত, মধ্য বিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলোরতে সন্তানদের সংখ্যা ধনী পরিবারগুলোর তুলনায় কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। এসকল পারিবার হতে সন্তানেরা সেমিনারী বা গঠনগৃহে যেতে চাইতে পারে কারণ এখানে গেলে তারা কম খরচে বা বিনা খরচে পড়াশুনা করতে পারেন।

বিভিন্ন জায়গার শহরে ধর্মপল্লীগুলো হতে কোন আহ্বান নেই বললেই চলে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি ধর্মপল্লী রয়েছে। সম্প্রতি আরও নতুন নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই সকল ধর্মপল্লীগুলো থেকে তেমন কেউ সেমিনারী বা গঠনগৃহে আছে বলে মনে হয় না। আহ্বান যা আসছে প্রায় সবই গ্রামাঞ্চল হতে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে বাংলাদেশে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আহ্বান মোটামুটি আশাব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক। যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে আহ্বানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করতে হলে পারিবারিক প্রার্থনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমাদের সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে ত্যাগস্বীকারের মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে আহ্বানের কথা চিন্তা করে পরিবারে সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পিতা-মাতা ও শিক্ষক হিসেবে সন্তানদের নিকট যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনের গুণাবলী বা ভাল দিক , গুরুত্ব ও প্রয়োজন আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে এই জীবনে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের বিষয়ে নেতিবাচক সমালোচনা নয়। বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের প্রয়োজন অত্যধিক। প্রতিনিয়ত আমাদের প্রার্থানা করতে হবে আরও বেশি যুবক-যুবতী যেন ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে যোগদান করতে এগিয়ে আসে। *(মথি ৯:৩৭-৩৮)* তিনি তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন: "ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই! তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর শস্যক্ষেতে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন।" *(মথি ৯:৩৭-৩৮)*। যাদের পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কম তারা যাজকীয় ও সন্ন্যাস জীবনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যারা বিভিন্ন সেমিনারী ও গঠনগৃহে প্রবেশ করেন সেখানে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে আহ্বান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে আহ্বান বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন ব্লক হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদেরকে নিয়ে 'আহ্বান পরিষদ' গঠন করা যেতে পারে যেমন গঠন করা হয় 'উপাসনা পরিষদ' 'অর্থসক্রান্ত পরিষদ, ইত্যাদি। 'আহ্বান পরিষদ' আহ্বান বিষয়ে শিশু, কিশোর ও যুবাদেরকে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন। যাজকীয় ও সন্ন্যাস-ব্রতীদের ঘন ঘন পরিবার পরিদর্শন করতে হবে যেসকল অঞ্চল হতে তেমন কোন আহ্বান নেই সেখানে আহ্বান বৃদ্ধির জন্যে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সহায়িকা: কস্তা, জ্যোতি এফ (সম্পাদিত): কাথলিক ডাইরেক্টরি অব বাংলাদেশ ২০১৯, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯॥

এসো আমাদের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন করি

শৈবাল এস গমেজ

বেশ কিছু দিন আগের কথা, মঙ্গলসমাচার শুনছিলাম আর ভাবছিলাম। যেখানে লিখা ছিল, "শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা স্বয়ং মোশীর আসনেই বসে আছেন, কাজেই তারা তোমাদের যা করতে বলেন, তোমরা তাই করো, তাঁদের কথা মতোই চলো; কিন্তু তাঁরা নিজেরা যা করেন, তোমরা তা করতে যেয়ো না, কারণ তারা বলেন এক রকম, করেন আর এক রকম" *(মথি-২৩:২-৩)*।

সত্যিই শাস্ত্রী ও ফরিসিরা বড়-বড় আসনে বসে আছে। আর তারা একটিও বিধান বা নীতি পালন করে না কিন্তু অন্যকে পালনের জন্য বাধ্য করে। ঐ সময় শাস্ত্রী ও ফরিসিদের ৬১৩ টি বিধান ছিল। যা সাধারণ মানুষদের পালন করতে হত। বর্তমানে আমরা যদি আমাদের বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে,এখন ফরিসি ও শাস্ত্রীদের মত অনেক মানুষ আছে যারা আমাদের উপর নির্যাতন করে তারা বড় বড় নিয়ম-নীতি বেঁধে দেয়, কিন্তু তারা তার একটিও পালন করে না। যারা বড় নেতা বা বড় অফিসার বা যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারাই অসহায় মানুষদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তারা তা পালন করে না। তারা তাদের ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করছে। কিন্তু কেউ নেই তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার বা কিছু করার। এতে আমাদের মত নিরীহ মানুষদের আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না ।

আচ্ছা, যিশুর সময়ে তো শাস্ত্রী ও ফরিসিরা অনেক সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাহলে এই বর্তমান সময়ের শাস্ত্রী ও ফরিসি কারা? চলুন এবার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাকে একটু পরিবর্তন করে অন্যভাবে দেখা যাক। আমি মনে করি, আমরা সবাই শাস্ত্রী ও ফরিসি। হ্যাঁ, আমি আবার বলছি আমরা সবাই শাস্ত্রী ও ফরিসি। আমরা মানে, সম্মানে এবং বয়সে যারা বড় তারা সবাই এই দলের লোক।

এখন প্রশ্ন উঠে কিভাবে আমরা শাস্ত্রী ও ফরিসি হলাম? আমি প্রথমেই আলোচনা করেছি যে, আমাদের সমাজে যারা নেতা আছে বা ক্ষমতাশালী যারা তারা সবাই বিধি-বিধান তৈরী করে কিন্তু তারা তা পালন করে না বা করছে না। ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যারা সাধারণ মানুষ তারা কিভাবে শাস্ত্রী ও ফরিসি হলাম?

যেহেতু প্রথমে এবং এখন বললাম যে ক্ষমতাবানরা এ দলের লোক তাহলে আপনিও একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি, তা হলো আপনার পরিবারের দিক দিয়ে। পরিবারে আপনি যদি বড় হয়ে থাকেন তাহলে ভেবে দেখুন তো ছোটদের উপর কতো রকমই না বিধি-নির্দেশ দিয়েছেন এ পর্যন্ত সেই জন্ম থেকে এ পর্যন্ত কত কিছুই না বলেছেন। কিন্তু আপনি অনেক ক্ষেত্রেই তা পালন করেন নি। যেমন ধরুণ ছোট থাকতে ছোটদের মিথ্যা কথা বলবে না, মিথ্যা বলা পাপ। কিন্তু কতবার যে ফোনে বন্ধুদের সাথে বা কোনো কারণে মিথ্যা বলেছেন তার হিসাব নেই। আরো বিধান দিয়েছেন বড়দের সম্মান করবে, কখন ঝগড়া করবে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি হয় একবার যদি কারও সাথে ঝগড়া হয়ে যায় তাহলে তো হয়েই গেল, তার মুখও আপনি দেখতে চান না। এ রকম আরো অনেক রকম বিধান আছে, যা কিনা আপনি আমরাই তৈরী করি কিন্তু পালন করি না।

পরিবারকে বলা হয় সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখান থেকে একটি ছোট শিশুর সার্বিক শিক্ষার চর্চা হয় আর যদি আমরা নিজেরাই এরকম হয়ে থাকি তাহলে কিভাবে অন্যকে বলি যে, সে এরকম সে ওরকম। যেখানে পরিবার থেকেই সমস্যা তৈরী হচ্ছে, ছোট থাকতে এরকম নিয়ম ভঙ্গ করতে শিখছে সেখানে যখন একজন কোনো ক্ষমতার আসন পায় তখন নিয়ম ভঙ্গ করা কতই না সহজ হয়ে যায়। তাই আসুন এই এখন থেকেই শপথ নিই, আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন করব। অন্যকে কিছু বলার পূর্বে নিজের ভিতরটাকে একটু তলিয়ে দেখব, যদি আমরা আমাদের ভুলগুলো করা থেকে বিরত থাকি, তাহলে পুনরুত্থানের সময় দেখবেন প্রভু সত্যিই আপনার হৃদয়ে পুনরুত্থিত হবে। আর আমরা যদি তা না করি তাহলে আমরাও এক একজন ঐ শাস্ত্রী ও ফরিসি দলের সহপাঠী হয়ে উঠি। তাই ভাবুন আপনি কি শাস্ত্রী ও ফরিসি দলের সদস্য হবেন নাকি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দলের সদস্য হবেন, তা সম্পূর্ণ আপনার নিজের উপর নির্ভর করছে॥

“আহ্বান” ঈশ্বরের ভালোবাসার দান

রনেশ রবার্ট জেত্রা

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসায়, তাঁরই সাদৃশ্যে স্বাধীন মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যদি তা সচেতনভাবে অন্তরে উপলব্ধি করি, তাহলে বুঝতে পারি যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবন তাঁর ভালোবাসার এক মহামূল্যবান দান। আমাদেকে সৃষ্টির পেছনে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা বিদ্যমান। তিনি আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন সেবা কাজে আহ্বান করেন। আমাদের জীবনের চূড়ান্ত আহ্বান হলো তাঁরই ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের আত্মার পরিত্রাণ বা অনন্তকালীন জীবন লাভ করে তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হওয়া।

তিনি আমাদেরকে যে জীবনেই আহ্বান করুক না কেন, আমাদের উচিত হবে, সেই আহ্বান পথে বিচরণ করে তাঁরই সান্নিধ্য লাভ করা। আমাদের একেকজনের আহ্বান একেক রকম। তাই আমাদের উচিত প্রথমত, তাঁর ইচ্ছা জানা এবং তিনি আমাকে, আপনাকে কোন পথে আহ্বান করছেন, সেই পথ ধরে অগ্রসর হওয়া। তিনি আমাকে কি বলতে চান তা অন্তরে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে নীরবতায় এবং সচেতনভাবে উপলব্ধি করা। সেক্ষেত্রে পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তরে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

আহ্বান বলতে আমরা সাধারণত যাজকীয় বা ধর্মীয় ব্রতজীবন এবং বিবাহিত জীবনকেই বুঝে থাকি। কিন্তু এই দুটি আহ্বান জীবন ছাড়াও আমরা হয়তো অনেকেই শুনেছি অবিবাহিত বা ব্রহ্মচর্য জীবনের কথা। যারা যাজকীয় বা বিবাহিত কোনো জীবনই গ্রহণ করে না, বরং সারাজীবন অবিবাহিত থাকার ব্রত নিয়েই ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেবা কাজ করে থাকেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

উল্লেখিত এই জীবনগুলোর মধ্যে যে জীবন পথই আমরা গ্রহণ করিনা কেন, আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বা আহ্বান হলো ঈশ্বর মানুষের সেবার মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভ করা। এই আহ্বান জীবনের মধ্যে আবার ঈশ্বর বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন সেবা কাজ করার জন্য আহ্বান করে থাকেন। তবে তাঁর সার্বজনীন আহ্বান হলো তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হওয়া।

বর্তমান করোনা নামক মহামারী পরিস্থিতিতে, গত বছর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যকর্মী, মিডিয়াকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোটি কোটি মানুষকে চিকিৎসা সেবা যাচ্ছেন । এমনকি মৃত্যুবরণও করেছেন অনেকে।

আমাদের মাতামণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিভিন্ন সংবাদপত্র বা যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্যানুসারে, বিভিন্ন দেশের বিশপ, যাজক, ব্রতধারী বা ব্রতধারিনী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পালকীয় যত্ন ও স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে এ ইহজগত ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। এই যে বিভিন্ন দেশের বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী, স্বাস্থ্যকর্মী, মিডিয়াকর্মী, সেনা-পুলিশ তাদের জীবন উৎসর্গ করে প্রমাণ করেছেন যে, এই জীবন ঈশ্বরের ভালোবাসার বিশেষ দান। এই জীবনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবাদান করেই আমাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভ করা যায়। অর্থাৎ আমাদের জীবনের আহ্বান ঈশ্বরের ভালোবাসার বিশেষ একটি দান। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- “প্রভুর আহ্বান গ্রহণ করার অর্থই হলো, একটা ঝুঁকি গ্রহণ, জীবনের নিরাপত্তা বিসর্জন দেওয়া এবং একটা অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানো।” আর আমরা পুণ্যপিতার এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাই, বর্তমান বাস্তবতায় সেবাদানকারী বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, স্বাস্থ্যকর্মী, মিডিয়াকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, জীবনের নিরাপত্তা বির্সজন দিয়ে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করছেন তাদের জীবনে। কাজগুলো ঝুঁকির্পূণ হলেও তা যদি ঈশ্বরের ভালোবাসার দান হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে সেবাকাজে আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ, এই সেবাকাজগুলোর মধ্যদিয়ে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

তিনি আমাদেরকে প্রতিনিয়তই আহ্বান করে থাকেন বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে বা সরাসরি কিংবা কোনো আর্শ্চয কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি আমাদেরকে ঐশ আহ্বান বুঝতে সহায়তা করেন। কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝেও তা অবহেলা করি বা পবিত্র মঙ্গলসমাচারের সেই ঐশভোজ সভায় নিমন্ত্রিত লোকদের মতো বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে প্রভুর নিমন্ত্রণ বা আহ্বনকে অগ্রাহ্য করে থাকি *(লুক ১৪:১৬-২০)*। অথচ প্রভু আমাদেরকে তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হওয়ার জন্য অহ্বান বা নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা তা অনেক সময় অন্তরে অনুভব করি না। তার মূল কারণ হলো- আমরা অনেকেই আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে থাকি এবং আমরা আমাদের জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। পবিত্র বাইবেলের সেই করগ্রাহক লেবি *(মথি ৯: ১-১৩)*, যিশুর প্রথম শিষ্যদের মতো *(লুক ৫:১-১১)*, বালক সামুয়েল *(১ম সামুয়েল ৩:১০)* প্রমুখদের মতো পাপী-সাধু সবাইকেই তিনি অহ্বান করে থাকেন। আমরা কি সেই বালক সামুয়েলের মতো প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলতে পারি না যে, “এই তো আমি, তোমার দাস শুনছি”?

তাই আসুন এই বিশ্ব অহ্বান দিবসে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি যত্ন হই এবং নিজেদের আহ্বান জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। সেই সাথে বর্তমান বাস্তবতায় মানুষ যেন আরো যেন বেশি করে ঐশ আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন, তার জন্য প্রার্থনা রাখি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. প্রতিবেশী প্রকাশনী (সংখ্যা: ১৪, ১৫-২০২০ খ্রি:) (পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী, ফাদার রোদন হাদিমা)

২. পবিত্র বাইবেল (নতুন ও পুরাতন নিয়ম)

করোনাকালে বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের উপহার ১৭জন অভিষিক্ত যাজক দান

২০২০ খ্রিস্টাব্দ মানবজাতির জন্য একটি সংকটের বছর ছিল। করোনাভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা সারা বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ। মানুষ একান্তভাবে চাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এই কালবেলা পার হয়। কিন্তু সেই আশায় বালি ঢেলে দিয়ে করোনাভাইরাসের শক্তি যেন বেড়েই চলেছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। করোনার আক্রমনের ঢেউ বাংলাদেশেও বেশ তীব্র। মানুষজন মারাও যাচ্ছে বেশ। এমনিতর অবস্থায়ও মানুষকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম করে যেতে হয়। তাই করোনার পরিবেশকে মানিয়ে নিয়েই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে যাজকাভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মণ্ডলী ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে ১৭জন নতুন যাজক পেয়েছেন এবং কয়েকজন ডিকন যাজক হবার প্রত্যাশায় রয়েছেন। আসলে ঈশ্বর সর্বদাই মানুষকে আহ্বান করেন তাঁর কাজ করার জন্য। বিপদের সময়েও ঈশ্বরের কাজ চলমান থাকে। আর সাহসী ও সচেতন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজে সাড়া দেন। করোনাযুদ্ধকালে আড়ম্বড়পূর্ণতা বাদ দিয়ে আন্তরিকতা নিয়ে যে সাহসী যোদ্ধারা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে ঈশ্বরের মহিমা বিকাশ করতে চান- তাদের অভিষেক অনুষ্ঠান ও সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ প্রতিবেদন।

খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট মেরীস্ ধর্মপল্লীতে একসাথে ৪জন ডিকন যাজক পদে অভিষিক্ত

গত ২০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ৪ জন ডিকন জয় সলোমন মন্ডল (বড়দল ধর্মপল্লী), ডিকন রনি লাজার মন্ডল (কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লী), ডিকন বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস (শিমুলিয়া ধর্মপল্লী) ও ডিকন আনন্দ যোসেফ মন্ডল সিএসসি সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী), মুজগুন্নী সেন্ট মেরীস্ ধর্মপল্লীতে, খুলনার ধর্মপাল বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী কৃর্তক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ১৯ নভেম্বর, সোনাডাঙ্গা উপধর্মপল্লী বিশপস্ হাউজ মাঠ প্রাঙ্গণে ডিকনদের কল্যাণ কামনায় গায়ে হলুদ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতপর পবিত্র আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবাণী অনুধ্যানে ফাদার নরেন বলেন যে, অভিষিক্ত যাজক খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী কাজকে নিজের প্রেরিতিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। ডিকনগণ যাজক পদে অভিষিক্ত হয়ে খ্রিস্ট যিশুর প্রেরিত শিষ্যের পুণ্যাসনে তারা অধিষ্ঠিত হবেন। ৪জন ডিকন, মহাযাজক খ্রিস্টের জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে। পুণ্য অভিষেক দ্বারা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিপালন করবে। ২০ নভেম্বর, যথাযথ মর্যাদায় বিপুল সংখ্যাক যাজক, সিস্টার ও ডিকনগণের আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বাসীভক্তের উপস্থিতিতে, সকাল ১০ মুজগুন্নী সেন্ট মেরীস্ ধর্মপল্লীর গির্জায় বিশপ জেমস্ বৈরাগী, তাদের যাজক পদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেক ক্রিয়ায় বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন, পবিত্র আত্মার সহায়তার উপর নির্ভর করে খ্রিস্টভক্তদের সযত্নে প্রতিপালনের কাজে বিশপগণের বিশ্বস্ত সহকারীরূপে যাজকীয় দায়িত্ব পালন করতে তুমি কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? প্রার্থীগণ উচ্চস্বরে বলেন, হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পুনরায় বিশপ বলেন, ঈশ্বরের গৌরব ও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্রতার জন্য খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য রক্ষা করে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে খ্রিষ্টিয় উপাসনা- অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করতে তুমি কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? একইভাবে প্রার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে, হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে তাদের দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। অতপর বিশপের সামনে ডিকনগণ বাধ্যতা ব্রতগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেন।

খ্রিস্টযাগের পরে খুলনা ধর্মপ্রদেশের পক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪ জন নব অভিষিক্ত যাজককে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ফাদার আনন্দ যোসেফ মন্ডল সিএসসি

সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর গোয়ালচাতর উপ-ধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার আনন্দ যোসেফ মণ্ডল সিএসসি। পিতা-মাতা : যোহন ও মার্গারেট মণ্ডল। মরো সেমিনারীতে প্রবেশ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আর দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী ২০১৩ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আজীবন ব্রত গ্রহণ ঢাকা পবিত্র ক্রুশ সাধনাগৃহ, রামপুরাতে আর একইস্থানে ডিকন পদে অভিষিক্ত ১৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন ও ২২ নভেম্বর, সাতক্ষীরা প্রভু যিশুর গির্জাতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। প্রথম যাজকীয় পালকীয় কাজ আরম্ভ করেন রাজশাহী ফৈলজনা ধর্মপল্লীতে।

ফাদার জয় সলোমন মন্ডল

বড়দল ধর্মপল্লীর চাচাই উপধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার জয় সলোমন মণ্ডলের পিতামাতা হলেন যোহন নন্দলাল ও ক্যাথারিনা ঝর্ণা মণ্ডল। ৩ জানুয়ারি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যায়ন, বনানী পবিত্র আত্মা খুলনা, মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই, ২০১৩ থেকে ২৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ডিকন পদে অভিষিক্ত ১২জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ প্রভু যিশুর গির্জা, সোনাডাঙ্গা, খুলনাতে। ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন এবং ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ২৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ চাচাই উপ-ধর্মপল্লীতে। প্রথম যাজকীয় কাজ আরম্ভ করেন শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে।

ফাদার রনি লাজার মন্ডল

কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার রনি লাজার মণ্ডলের পিতা-মাতা হলেন সলোমন ও মাকুলতা মণ্ডল। ছোট বয়সেই খুলনা, মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন ৪ জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯ জুলাই, ২০১৩ থেকে ২৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে। অতপর ডিকন পদে অভিষিক্ত হন ১২ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ প্রভু যিশুর গির্জা, সোনাডাঙ্গাতে। ২০ নভেম্বর যাজকাভিষিক্ত হন এবং পরে নিজ ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদের খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করেন।

ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাসের পিতা মুংলা এবং মাতা মৃত কিরণ আগাথা বিশ্বাস। খুলনা, মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন ৬ জানুয়ারি, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে। পরে রমনা সেন্ট যোসেফ সেমিনারীর গঠন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বনানী সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ১৯ জুলাই, ২০১৩ থেকে ২৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন। ডিকন পদে অভিষিক্ত হস ১২জুন, প্রভু যিশুর গির্জা, সোনাডাঙ্গায়। ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অভিষিক্ত হলেও ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ২৬ নভেম্বর, শিমুলিয়াতে। যাজকীয় কাজ শুরু করেন কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশে যাজকাভিষেক

ধর্মপ্রদেশ হিসেবে বরিশাল বেশ নতুন। আর এই নতুন ধর্মপ্রদেশে প্রথম যাজকাভিষেক হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। শুধু একটি নয় দুইটি অভিষেক অনুষ্ঠান হয় এই নতুন ধর্মপ্রদেশে।

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক : গত ১৩ নভেম্বর, রোজ শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার ধর্মপল্লী, নারিকেলবাড়ীতে অভিষিক্ত হন ফাদার বাবু রিচার্ড হালদার। বরিশাল ডাইয়োসিস এর ধর্মপাল বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি তাকে যাজকীয় পদে অভিষিক্ত করেন। দীর্ঘ ২৭ বছর পর এই ধর্মপল্লী থেকে আরেকজন যাজক হলো। যাজক অভিষেক অনুষ্ঠানে সঙ্গতকারণেই আনন্দ-উৎফুল্লতা পরীলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাজক ও ব্রতধারি-ধারিণীগণ অভিষেক খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পর নতুন যাজককে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে, অভিষেকের আগের দিন ১২ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ডিকন রিচার্ড বাবু হালদারকে তার পিতামাতা বিশপের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় জানান। পরে বিকালে ডিকনের মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়।

ফাদার বাবু রিচার্ড হালদার

পিতা : রমেশ হালদার
মাতা : পলিনা হালদার
জন্ম তারিখ: ০৮/১০/১৯৮৬
জন্মস্থান: পাখরপাড়, নারিকেলবাড়ী
ভাইবোন: ২ ভাই, ৪ বোন (অবস্থান ৫ম)
সেমিনারীতে প্রবেশ: জন মেরী ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারী, ঢাকা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
বাণীপাঠক পদ লাভ: ২৫ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
বেদীসেবক পদ লাভ : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
পরিসেবক: ১২ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ১৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রিয় সাধু: সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক : ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বানিয়ারচর ধর্মপল্লীসহ সমগ্র বরিশাল ধর্মপ্রদেশের এর জন্য অন্যতম একটি আনন্দের দিন কারণ এদিনে পবিত্র পরিত্রাতা ধর্মপল্লী, বানিয়ারচর এর সন্তান ডিকন রিজন মারিও বাড়ৈ যাজক পদে অভিষিক্ত হন। অভিষেকের আগের দিন তাকে ধর্মপল্লীতে বরণ করে নেওয়া হয় এবং ধর্মপল্লীর প্রাঙ্গণে ডিকনের মঙ্গল কামনায় মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এ মহতী দিনে ডিকন রিজন মারিও বাড়ৈ বরিশাল ধর্মপ্রদেশ এর ধর্মপাল বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানে ১৮জন ফাদার, ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, প্রার্থীর আত্মীয়-স্বজনসহ আরও অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিষেক এর পর পবিত্র কার্ড আর্শীবাদ এবং এরপর নব অভিষিক্ত যাজককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। একই সাথে এই প্রোগ্রামে যাজক অভিষেক এর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ২১ নভেম্বর নব অভিষিক্ত ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ তার নিজ ধর্মপল্লী বানিয়ারচর এ ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন।

ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ

পিতা : জ্ঞানরঞ্জন জোসেফ বাড়ৈ
মাতা : নয়নতারা মারিয়া বাড়ৈ (মৃত)
জন্ম তারিখ: ০৮/১২/১৯৮৯
জন্মস্থান: বানিয়ারচর
ভাইবোন: ৩ ভাই, ১ বোন (অবস্থান ৩য়)
সেমিনারীতে প্রবেশ: সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী, খুলনা ০৫/০১/২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বাণীপাঠক পদ লাভ: ২৫ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
বেদীসেবক পদ লাভ : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
পরিসেবক: ১২ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রিয় সাধু: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে ৬ জন ডিকনের অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯ টায় অত্যন্ত ভাজ-গাম্ভীর্যে অভিষেকের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্যাথিড্রালের বিশাল খোলা চত্বর থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। সেবকগণ, নৃত্যকন্যা, আরতিকন্যা, পরিসেবকগণ তাদের পিতামাতা, যাজকগণ ও বিশপগণ এবং আর্চবিশপ মহোদয় শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, আর্চবিশপকে সহযোগিতা করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস কস্তা এবং অবসর প্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। অভিষেক খ্রিস্টযাগে ১১০জন যাজক, বিভিন্ন সংঘের সিস্টারগণ, পরিসেবকদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনরাও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ মহোদয় যাজকদের বিভিন্ন গুনাবলী, কার্যবলী ও যাজকদের গুরুত্ব এবং যাজকদের প্রার্থনার জীবনে বিশ্বস্থ থাকার জন্য আহ্বান জানান। উপদেশের পর অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হয়। যাজকীয় অভিষেকের খ্রিস্টযাগ শেষে নব অভিষিক্ত যাজকদের ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। নব অভিষিক্ত যাজকগণ হলেন; তুমিলিয়া ধর্মপল্লী থেকে ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও, ফাদার তিমন ইনোসেন্ট গমেজ সিএসসি, ফাদার বাধঁন হিলারিউস রোজারিও- সিএসসি, কেওয়াচালা ধর্মপল্লী থেকে ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন, শুলপুর ধর্মপল্লী থেকে ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই এবং ধরেন্ডা ধর্মপল্লী থেকে ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও। উল্লেখ্য বেশি লোকের সমাবেশ এড়াতে অভিষেক অনুষ্ঠানটি প্রতিবেশী ফেসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

অভিষেকের পূর্বদিন ২৯ ডিসেম্বর ২০২০, বিকাল ৫ টায় পরিসেবকের কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা ও আরাধনা অনুষ্ঠান হয় সেন্ট যোসেফ সেমিনারী, রমনাতে। আরাধনার পরে পরিসেবকদের অভিষেকের পানপাত্র ও যাজকীয় অভিষেকের চ্যাজাবল আশীর্বাদ করা হয়। এরপর প্রার্থীদের জন্য মঙ্গল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সেন্টারে। মঙ্গল অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রার্থীদের হাতে রাখি পড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কপালে তিলক চন্দন দেওয়া হয়। এরপর পরিসেবকদের ফুলের মালা পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে আর্চবিশপ, অন্যান্য বিশপগণ, ফাদার ও সিস্টার, পরিসেবকদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনরা প্রার্থীদের মিষ্টি খাওয়ানোর মধ্যদিয়ে তাদের আশীর্বাদ প্রদান করে।

নব অভিষিক্ত যাজকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতেঃ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান নব অভিষিক্ত যাজকেরা; সোমখালী গ্রামের ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও,

ফাদার লেনার্ড রোজারিও

বাঙ্গালহাওলা গ্রামের ফাদার তিমন ইনোসেন্ট গমেজ সিএসসি এবং চড়াখোলা গ্রামের ফাদার বাধঁন হিলারিউস রোজারিও সিএসসি - তাদের যাজকীয় জীবনের ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ নিজ ধর্মপল্লীতে উৎসর্গ করেন ১ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯টায়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে নৃত্যকন্যা, আরতিকন্যা, সেবকগণ, অন্যান্য ফাদারগণ ও নবঅভিষিক্ত ফাদারগণ গির্জার পিছন থেকে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করে বেদীতে ধুপারতি দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে নব অভিষিক্ত যাজকগণ তাদের যাজকীয় গঠন জীবনে বিভিন্নভাবে অবদান রাখার জন্য বিভিন্নজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে সুন্দর ও প্রাণবন্ত উপদেশ প্রদান করেন ফাদার কমল কোড়াইয়া। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে ২০ জন যাজক ও বিভিন্ন সংঘের সিস্টারগণ, নব অভিষিক্ত যাজকদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন এবং ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে নব অভিষিক্ত যাজকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর পরে ফাদারদের নিজ নিজ গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজনরা তাদের বাদ্যবাজনা বাজিয়ে ও কীর্তনসহযোগে সন্তানদের নিজ নিজ গ্রামে নিয়ে যায়।

ফাদার তিমন গমেজ, সিএসসি

ফাদার বাধঁন রোজারিও, সিএসসি

শুলপুর ধর্মপল্লীতেঃ ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই নিজ ধর্মপল্লী শুলপুরে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯:৩০ মিনিটে। এই ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নব অভিষিক্ত যাজক সকলেই (৪ জন ধর্মপ্রদেশীয় ও ২ জন হলিক্রশ) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এই খ্রিস্টযাগে আরও ২৭ জন যাজক ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে ধর্মোপদেশ রাখেন ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ। খ্রিস্টযাগে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। খ্রিস্টযাগের পরে অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ফাদারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

ফাদার ঝলক দেশাই

শিমুলিয়া কেন্দ্রেঃ ০৮ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের

ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন

অন্তর্গত কেওয়াচালা কোয়াজে ধর্মপল্লীর অধীনে শিমুলিয়া সাধু আন্তনীর গির্জায় ফাদার বিশ্বজিত বার্ণার্ডের ধন্যবাদের পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পূর্বে আর্চবিশপ মহোদয়কে এবং নব অভিষিক্ত ফাদার বিশ্বজিতকে রাস্তা থেকে কোচ সংস্কৃতির মাধ্যমে বাজনা বাজিয়ে ও ফুলের মালা দিয়ে নেচে-নেচে বরণ করে নেয়া হয় এবং স্বাগত জানানো হয়। ধন্যবাদের এই পবিত্র খ্রিস্টযাগে ১৫ জন পুরোহিত, অনেকজন সিস্টার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টভক্ত ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের হিন্দু, মুসলমান এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৮০০ জন উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি সুন্দর ভক্তিমূলক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের পর আবারও বাঁজনা ও নাচের মাধ্যমে আর্চবিশপ মহোদয়কে এবং নব অভিষিক্ত ফাদারকে মিশন থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ফাদারদের নিজ বাড়ীতে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । উল্লেখ্য ফাদার বিশ্বজিত বর্মণই বাংলাদেশে কোচ আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম যাজক।

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতেঃ ১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকালে কীর্তন সহযোগে বাড়ি থেকে গির্জায় নিয়ে আসা হয় নব অভিষিক্ত ফাদার লিয়নকে। সকাল ৯:৩০ মিনিটে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রা শুরু হয়। একইদিনে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে ১০০জনের অধিক প্রথম কম্যুনিয়ন গ্রহণকারী শিশুরা শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টযাগে ধর্মোপদেশ দান করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগে আরো ৮জন যাজক, বেশ কয়েকজন সিস্টারসহ অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শেষে প্রথম কম্যুনিয়ন প্রার্থীদের বিশেষ উপহার এবং কার্ড দেওয়া হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। বিকেল ৪টার সময় নব অভিষিক্ত যাজককে সংম্বর্ধনা দেওয়া এবং বিশেষ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে। সেখানে ধর্মপল্লীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে পাল পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনের সমস্ত কার্যক্রম শেষ করেন।

ফাদার লিয়ন রোজারিও

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে যাজকাভিষেক

বরাবরের মতো এবারও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে হয়ে গেল বেশ কয়েকটি অভিষেক অনুষ্ঠান। তবে এবার বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন হয়েছে।

চাঁনপুকুর ধর্মপল্লীতে ডিকন বিপ্লব মাইকেল কুজুরের যাজকীয় অভিষেক

গত ২২ জানুয়ারি চাঁদপুকুর "শান্তিরাজ খ্রিস্ট" ধর্মপল্লীর ডিকন বিপ্লব মাইকেল কুজুর নিজ ধর্মপল্লীতে ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। এ অভিষেক অনুষ্ঠানে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। আগের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ ২১ তারিখে চাঁদপুকুর মিশনে ডিকন বিপ্লবের জন্য নিবেদন করা হয় পবিত্র ঘন্টা। পবিত্র ঘন্টার পর পরই পুরো ধর্মীয় ভাবধারায় মঙ্গল-আর্শীবাদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল-আর্শীবাদ অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বেলে, বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ডিকনের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে, ২২ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই ও ৪৮জন যাজক ডিকন বিপ্লব কুজুরকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বেদীর অভিমুখে যান। অভিষেক অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডিকনের বাবা ও মাতা ডিকনকে যাজকপদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য বিশপের হাতে অর্পণ করেন। বিশপ অভিষিক্ত যাজককে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যাজকত্ব হলো ঈশ্বরের আহ্বান। একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীর সেবায় এগিয়ে আসেন। সুতরাং সব ধরণের কাজের দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। একজন যাজকের সদ্ইচ্ছার উপর নির্ভর করে জনগণ কীভাবে তাকে সহায়তা দিবেন। সেই সাথে তিনি আরো বলেন যে, নব অভিষিক্ত যাজক বিপ্লব কুজুর চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর লক্ষণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে তার জীবনাহ্বান বুঝতে সময় নিতে হয়েছে যদিও, তবুও ঈশ্বর তাকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর কাজ করার জন্য। রাজশাহীর সন্তান হলেও সে সিলেট ধর্মপ্রদেশের নামে ঐশ দায়িত্ব পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে যাজকবরণ সংস্কার গ্রহণের মধ্যদিয়ে হয়ে উঠবেন জাতি-গোষ্টি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের যাজক। অর্থাৎ যাজকীয় সেবাকাজ হলো সর্বজনীন।" খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, "যাজকীয় জীবনাহ্বান হলো ঈশ্বরের দেওয়া একটি বিশেষ দান। বিপ্লব আহূত হয়েছে অপর খ্রিস্ট হয়ে মানুষের সেবা করার জন্য। সেই সাথে সে হবে মঙ্গলবাণীর একজন সেবক। মঙ্গলবাণীর সেবাকর্মীরূপে তাকে হতে হবে সত্যের ঘোষক, বিশ্বাসের শিক্ষক ও বাণীর প্রেরিতদূত। আমরাও সেই আদর্শেই নব অভিষিক্ত যাজককে দেখতে চাই। যাজকীয় জীবনে পবিত্র হয়ে ও পবিত্র করে, মঙ্গলবাণী গ্রহণ করে ও তা প্রচার ক'ওে খ্রিস্টের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে ও সেই নেতৃত্বের সেবা দিয়ে মঙ্গলবাণীর সেবা করবে। আমরা তার জন্য প্রার্থনা এবং সকল যাজকদের জন্য সবর্দা প্রার্থনা করবো যেন তারা সুস্থ শরীরে থেকে মানব সেবায় ব্রতী হতে পারেন।" সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নব অভিষিক্ত যাজক তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন,"আমার যাজকীয় জীবন আহ্বানের জন্য সর্বপ্রথম ঈশ্বরকে এবং আমাকে আজকের এ বেদীমূলে উপনীত বিশপ মহোদয় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষাগুরু ও শুভাকাঙ্খিদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।"

ফাদার বিপ্লব মাইকেল কুজুর

জন্ম : লক্ষণপুর (১০ নভেম্বর ১৯৮২)।

পিতা ও মাতা : বুধরাম কুজুর এবং বুধনি তিগ্যা।

ভাই ও বোন : ৩ ভাই এবং ৩ বোন, ফাদার ৪র্থ সন্তান।

ধর্মপল্লী: শান্তিরাজ

খ্রিস্ট ধর্মপল্লী, চাঁদপুকুর মিশন।
সেমিনারীতে প্রবেশ : খ্রীষ্টদর্শন সেমিনারী ম্যাথিস হাউজ, ঢাকা - ২০ মে ২০০১।
বাণীপাঠক পদ : ২০০৭।
শুভ্র পোশাক লাভ : ২০০৯।
ডিকন/পরিসেবক : খাদিম মিশন, সিলেট
যাজকীয় অভিষেক : ২১ জানুয়ারি, ২০২১, চাঁদপুকুর মিশন।

ডিকন অনিল মারান্ডী যাজক পদে অভিষিক্ত

গত ১৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ডিকন অনিল ইগ্নাসিউস মারান্ডী যাজকপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। রাজশাহীসিটিতে অবস্থিত গুড শেফার্ড ক্যাথিড্রাল চার্চে ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক তিনি অভিষিক্ত হোন। আগের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ ১২ তারিখে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে ডিকন মারান্ডীর জন্য নিবেদন করা পবিত্র ঘন্টা। পবিত্র ঘন্টার পর পরই পুরো ধর্মীয় ভাব ধারায় মঙ্গল-আর্শীবাদ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল-আর্শীবাদ অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বেলে, বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তার ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে, ১৩ নভেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও- ৪৪জন যাজক ও ডিকন অনিল মারান্ডীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডিকনের মা ও তার কাকা তাকে যাজকপদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য বিশপের হাতে অর্পণ করেন। বিশপ অভিষিক্ত যাজককে উদ্দেশ্য করে তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "যাজকত্ব হলো ঈশ্বরের আহ্বান। একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীর সেবায় এগিয়ে আসেন। তিনি আরো বলেন যে, নব অভিষিক্ত যাজক অনিল ইগ্নাসিউস পুরোহিত হবেন, শুধুমাত্র সান্তাল, বাঙ্গালী বা মাহালি জাতির জন্য নয়। বরং সে যাজকবরণ সংস্কার গ্রহণের মধ্যদিয়ে হয়ে উঠবেন জাতি-গোষ্ঠি, ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের যাজক। অর্থাৎ যাজকীয় সেবা কাজ হলো সর্বজনীন।" সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নব অভিষিক্ত যাজক তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "আমার যাজকীয় জীবন আহ্বানের জন্য সর্বপ্রথম ঈশ্বরকে এবং আমাকে আজকের এ বেদীমূলে উপনীত বিশপ মহোদয় থেকে শুরু করে সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।"

১৫ তারিখ রবিবার নব অভিষিক্ত যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী ধর্মপল্লীর গির্জায় জনগণের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। তিনি তার উপদেশে- প্রার্থনা ও নানাভাবে সহযোগীতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সঙ্গে- তিনি যেনো নিস্বার্থভাবে মণ্ডলীর কাজ করে যেতে পারেন, সেইজন্য তাদের প্রার্থনা ও সহযোগীতা কামনা করেন। সবশেষে ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত প্যাট্রিক গমেজ- যাজকীয় অভিষেকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য, ঈশ্বর, বিশপ, ফাদার, সিস্টার ও জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আমরা ফাদার অনিল ইগ্নাসিউস মারান্ডীর মঙ্গল জীবন কামনা করি।

ফাদার অনিল ইগ্নাসিউস মারান্ডী ২০ আগস্ট, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমান, জন মেরী ভিয়ান্নী চার্চ অর্ন্তগত, কার্তিকপুর গ্রামে, আদিবাসী সান্তাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- মৃত: কার্লুস মারান্ডী এবং মা- সোনামণি হাঁসদা। চার ভাই-বোনের মধ্যে অনিল দ্বিতীয় সন্তান। কার্তিকপুর গ্রাম, জন মেরী ভিয়ান্নী চার্চ থেকে প্রায় ৩০কিমি দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে রয়েছে মোট ২২টি আদিবাসী পরিবার। ফাদার মারান্ডী কার্তিকপুর গ্রামের ২য় যাজক। ১৪ তারিখ সকাল ১০টায় ফাদার নিজবাড়ি প্রাঙ্গণে তার প্রথম ধন্যবাদের খ্রিস্টাযাগ অর্পণ করেন।

ডিকন খোকন খ্রিস্টফার বাড়ো সিএসসি যাজক পদে অভিষিক্ত

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ডিকন খোকন খ্রিস্টফার বাড়ো সিএসসি যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। রাজশাহী সিটিতে অবস্থিত গুড শেফার্ড ক্যাথিড্রাল চার্চে ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক তিনি অভিষিক্ত হোন। আগের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ ১৪ তারিখে খ্রিস্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে ডিকন বাড়ো'র জন্য নিবেদন করা হয় পবিত্র ঘন্টা। পবিত্র ঘন্টার পর পরই পুরো ধর্মীয় ভাব ধারায় মঙ্গল-আশীর্বাদ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল-আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বেলে, বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে, ১৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ৩২জন যাজক, ব্রাদার, সিস্টার, জনগণ ও ডিকন খোকন খ্রিস্টফার বাড়োকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডিকনের দাদা ও বৌদি তাকে যাজকপদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য বিশপের হাতে সমর্পণ করেন। বিশপ অভিষিক্ত যাজককে উদ্দেশ্য ক'রে তাঁর উপদেশ বাণীতে বলেন, "যাজকত্ব হলো ঐশ আহ্বান। একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মণ্ডলির সেবায় এগিয়ে আসেন। এক জন যাজক, যে কোনো সম্প্রদায়ভূক্ত হতে পারেন, কিন্তু যাজক হিসেবে তাদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ- নিজের আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে জনগণকে আধ্যাত্মিক সেবা দান করা।" খ্রিস্টযাগে পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসিসহ সম্প্রদায়ের আরো কয়েক জন যাজক উপস্থিত ছিলেন।

১৬ তারিখ রবিবার নব অভিষিক্ত যাজক শ্রমিক সাধু যোসেফ ধর্মপল্লীর গির্জায় জনগণের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। তিনি তার উপদেশে- প্রার্থনা ও নানাভাবে সহযোগীতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সঙ্গে- তিনি যেনো নিস্বার্থভাবে মণ্ডলীর কাজ করে যেতে পারেন, সেইজন্য তাদের প্রার্থনা ও সহযোগীতা কামনা করেন। সবশেষে ধর্মপল্লীর পালক- পুরোহিত সুশীল লুইস পেরেরা- নব অভিষিক্ত যাজকের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করে যাজকীয় অভিষেকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফাদার খোকন খ্রিস্টফার বাড়ো, সিএসসি ২ নভেম্বর, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমান, শ্রমিক সাধু যোসেফ (ভূতাহারা) ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত, লক্ষীডাঙ্গা গ্রামে, আদিবাসী অ-খ্রিস্টান উড়াঁও পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- মৃত: বহারী বাড়ো এবং মাতা মৃত: রুনিয়া এক্কা। পরিবারে তারা পাঁচ ভাই ও তিন বোন।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে অভিষেক অনুষ্ঠান

বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতেঃ ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধ্বী এলিজাবেথের গির্জা, বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে ডিকন ভেরিওয়েল পিটার চিসিম ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পনেন পল কুবি সিএসসি কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। খ্রিস্টযাগে ৫২ জন যাজকসহ উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগন। যাজকীয় অভিষেকের পরের দিন ফাদার ভেরিওয়েল চিসিম নিজ বাড়ীতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সেখানেও বিপুল সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার ও খ্রিস্টভক্তগন উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে সহভাগীতা করেন ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা। একজন যাজক খ্রিস্টের মনোনীত শিষ্য হিসেবে আজীবন খ্রিস্টভক্তদের সেবাদান করা, বেদীতে যজ্ঞ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে যিশুকে স্মরণ করা, যিশুর মত দীন দরিদ্রের সেবা করা এবং যাজকের পবিত্রতা সারাজীবন ধরে রাখার জন্য প্রার্থনার কোন বিকল্প নেই বলে সহভাগীতায় ফাদার উল্লেখ করেন। খ্রিস্টযাগে ফাদার ভেরিওয়েল পিটার চিসিম সেমিনারির পরিচালক, অধ্যাত্মিক পরিচালক, সকল ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও উপস্থিত সকল খ্রিস্টভক্তদের ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে ছিল মনোমুগ্ধপুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে ফাদার ভেরিওয়েল পিটার চিসিমকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং সবশেষে সকলের প্রীতিভোজ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ফাদার ভেরিওয়েল পিটার চিসিম

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
সাধ্বী এলিজাবেথের ধর্মপল্লী, বিড়ইডাকুনী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
পিতাঃ স্বর্গীয় স্লিপ দাজেল
মাতাঃ বিজলী চিসিম
ভাই-বোনঃ চার ভাই ও তিন বোন (ফাদারের স্থান ৬ষ্ঠ)
সেমিনারীতে প্রবেশ : সেন্ট পৌলস মাইনর সেমিনারি, জলছত্র-২০০১-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারিতে অবস্থানঃ ২০১৩-২০২০ খ্রিস্টাব্দ
পরিসেবক পদে অভিষিক্ত : ১২ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
যাজক পদে অভিষিক্ত : ২২ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধ্বী এলিজাবেথের ধর্মপল্লী, বিড়ইডাকুনী
বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীতেঃ ১৫ জানুয়ারি রোজ শুক্রবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশর ধর্মপাল পনেন পল কুবি, সিএসসি কর্তৃক মারীয়ার নির্মল হৃদয় ধর্মপল্লীতে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। সকাল ১০ ঘটিকায় অভিষেকের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ২৫ জন ফাদার এবং অসংখ্য ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পর সংক্ষিপ্ত আকারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য ১৪ জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে যাজকের নিজ ধর্মপল্লীতে বিকাল ৪ টায় থক্কা অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশর ধর্মপাল পনেন পল কুবি, সিএসসি। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নব-অভিষিক্ত যাজক ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার নিজ বাড়ি গোবিন্দপুরে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর সংক্ষিপ্ত আকারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

ফাদার তমাল টমাস রেমাা সংক্ষিপ্ত জীবন

ফাদার তমাল টমাস রেমা ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপুর গ্রামে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম প্রানেশ চিসিম এবং মাতার নাম গেট্রুড রেমা। তিনিই তার পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। তার আরও দুই ভাই ও এক বোন আছে।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে নন্দেরগোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে নন্দেরগোপ প্রাথ মিক বিদ্যালয় পাশ করার পর তিনি রাণীখং উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে সাধু যোসেফের প্রি-সেমিনারীতে থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করার পর তিনি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে সাধু পলের মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে সেমিনারীর নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় ৮ম শ্রেণীতে কর্পোস খ্রিস্টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে এসএসসি পাশ করার পর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু জেভিয়ারের ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে যোগ দেন। সেখানে থেকে মিন্টু মেমোরিয়াল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশুনা করেন এবং

এইচএসসি পাশ করার পর রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে যোগ দেন। সেখানে থেকে ঢাকা নটরডেম কলেজে বিএ পড়াশুনা করেন। ২০১২ এর শেষের দিকে বিএ চুড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দেওয়ার পর ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ঐশতত্ত্ব বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বুলাকীপুরে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ শেষ করে একই বছরের জুন মাসে পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীতে যোগ দেন। সেখানে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নরত অবস্থায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর বাণী পাঠকের সেবা দায়িত্ব লাভ করেন। এর পর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারি বেদী সেবক ও ক্যাসক লাভ করেন। একই বছরের জুন মাসে এক বছরের পালকীয় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে যান। পরে ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা শুরু করেন বনানী উচ্চ সেমিনারীতে। ঐশতত্ত্ব পড়াশুনার শেষের দিকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ডিকন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন এবং ১২ জুন সাধু প্যাট্রিকের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পরম শ্রদ্ধেয় পনেন পল কুবি দ্বারা **ডিকন পদে অভিষিক্ত** হন। ২১ আগষ্ট থেকে সাধু প্যাট্রিকের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে তিনি তার পরিসেবকীয় সেবা দায়িত্ব পালন করেছেন। অতপর ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন॥

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সময়ের প্রয়োজনে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রবক্তাকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন মানুষকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করতে। করোনা বিভীষিকার এই বিশেষ সময়কালে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবেই বাংলাদেশ মণ্ডলী পেয়েছে ১৭জন নতুন যাজক। নতুন যাজকদের অভিনন্দন জানানোর সাথে সাথে যেকোন পরিস্থিতিতে মানুষের সেবা করার জন্য সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে আহ্বান রাখি। এ করোনাকালে তোমরা তোমাদের সৃজনশীল কর্মে ও উদ্যোগে মণ্ডলীর আশাদানের কাজে বড় ভূমিকা রাখবে সে প্রত্যাশাও করি। এ প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও, ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ, ফাদার অনল টেরেন্স কস্তা সিএসসি, ফাদার নরেন যোসেফ বৈদ্য, ফাদার লেণার্ড আন্ত্রুনী রোজারিও, ফাদার ভেরিওয়েল চিসিম, ফাদার তমাল টমাস রেমা ও আগষ্টিন তিমন হালদার। তাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা॥

বিরত

সনি রোজারিও

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাখির কিচিঁরমিচিঁর শব্দের সাথে মন্টু ও দীপালীর ঝগড়া বাড়ির আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথম প্রথম এদের ঝগড়ায় পাড়া প্রতিবেশীরা বিরক্ত হলেও এখন কেউই আর বিরক্ত হয় না। বরং সবাই বিনোদন নেয়। প্রায়ই বাংলা মদ খেয়ে বউয়ের সাথে ঝগড়া করে। মন্টু বলছে, "বালিশের নীচে পাঁচশত টাকা দেখেছি, কোথায় গেল, এখই বের কর। নইলে কিন্তু ভাল হবে না"। দীপালী অনেক কষ্ট করে টাকা রোজগার করে সংসার চালায়। সেলাই মেশিন চালিয়ে, কাঁথা সেলাই করে, পাঁ দিয়ে ছিয়া (হাতের কাজ) তৈরী করে, এমন কি দশ টাকা কেজিতে ঢেঁকিতে চালের গুড়ি কুটেও থাকে। দুই ছেলে আর মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে কোনরকম দিন চলে যায়। সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন স্বামী ভালো হয়ে যায় এবং কাজকর্ম করে। অবস্থা বেগতিক দেখে দীপালী টাকা বের করে দেয়। টাকা পেয়ে মন্টু দ্রুত চলে যায় লোকমানের কাছে বাংলা কিনতে। পাশের গ্রামেই খালের ওপারে লোকমানের বাড়ি। লোকমানের নাম ধরে ডাকতেই ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে। পুরাতন কাস্টমার তাই বেশি কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। খালের উপর সাঁকো নেই। খালের এপার থেকে বোতল ছুঁড়ে দেয় ওপারে। মন্টুও মাটির ঢেলার সাথে টাকা আঁকে ছুঁড়ে দেয় খালের ঐ পাড়ে। বাড়ি আসার পথে বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে থেকে রতনের সাথে জায়গা-জমির বিষয় নিয়ে আলাপ করে ঘরে ফিরে। তার চেহারা মধ্যে প্রশান্তির ছায়া যেন মহাভারত জয় করে এসেছে। এদিকে দুই ছেলের স্কুলের বেতন দিতে না পারায় প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দিতে দিবে না বলে দিয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এ বিষয়ে তার কোন প্রকার মাথা ব্যাথা নেই বললেই চলে। কিছুক্ষণ পর মটরসাইকেলের শব্দ পেয়ে খুশি মনে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে কে এসেছে তা দেখার জন্য। ফিফটি সিসি মটরসাইকেল রাস্তার পাশে পার্ক করা দেখে বুঝতে বাকি রইলো না তার ভায়রা ভাই শংকর এসে গেছে। কিন্তু গেল কোথায়? এদিক সেদিক উঁকি দিতেই দেখে রান্না ঘরে বসে তার স্ত্রী দীপালীর কথা শুনছে খুব মনোযোগ সহকারে। দীপালী অনুযোগ সহকারে সংসারের অভাব অনটনের কথা বলছিল। মন্টু বলে উঠে, "ভায়রা মহিলা মানুষের কথা পরে শুনলেও চলবে"। অনেকটা জোর করে তার ভায়রা ভাই শংকরকে ঘরে নিয়ে আসে। জলসার আয়োজন করে। আজ যে প্রথম এসেছে তার ভায়রা ভাই শংকর তা কিন্তু নয়। প্রায়ই আসে। আর দুজনে মিলে জলসায় বসে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আবার মটরসাইকেলে করে বাড়ি চলে যায়। অনেকে সুযোগ পেলে হাসি তামাসা করে তার মটরসাইলে নিয়ে। আবার অনেকে বলে, ভাল একটা মটরসাইকেল কিনে নিলেই তো হয়। অন্যের কথায় শংকর কান না দিয়ে, হেসে উড়িয়ে দেয়। অর্থ-সম্পদ সবই আছে তার। দামী মটরসাইকেল কেনা তার জন্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু তার মন চায় না। কি লাভ লোক দেখানো অত দামী মটরসাইকেল দিয়ে। যেটা আছে ভালই তো। জলসা চলছে, সাথে গল্প। শীত কমে এসেছে। তবুও গরম চিঁতই পিঠা ধনে পাতার ভর্তা দিয়ে খেতে খুবই সুস্বাদু। দীপালী গরম পিঠা নিয়ে আসে, দুজনকে খেতে দেয়। দুই ভায়রা মিলে খুব তৃপ্তিসহকারে খেতে থাকে। দীপালী বসে তাদের দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বলে, "এ সপ্তাহ থেকে প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু হবে। তাই বলছিলাম প্রায়শ্চিত্তকালে মানুষতো অনেক ত্যাগস্বীকার করে। যদি তোমরা এই প্রায়শ্চিত্তকালে ঐ ছাইপাশ খাওয়া থেকে বিরত থাক"। মন্টু চোখ বড়-বড় করে তার স্ত্রী দীপালীর দিকে তাকায়। শংকর বলে, "দিদি আমরা একটু ভেবে দেখি কি করা যায়"। কিছু সময়ের জন্য সবাই নীরব হয়ে যায়। শংকর তার ভায়রা ভাই মন্টুকে বলে, "আমি ভেবে দেখলাম, এই চল্লিশ দিন ত্যাগস্বীকার করে বিরত থাকবো। ভায়রা আপনি কি বলেন"। মন্টু একবার উপরে আবার নিচে আবার স্ত্রী দীপালীর দিকে, তারপর মুখ ঘুড়িয়ে বলে "ঠিক আছে ভায়রা, তোমার কথাই রইল"। রাত এগারটার সময় শংকর তার ফিফটি সিসি মটরসাইকেল দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

রাত্রে মন্টুর যে খুব ভাল ঘুম হয়েছে তা কিন্তু নয়। শুয়ে শুয়ে সেভাবে তার ভায়রা ভাই শংকরকে যে কথা দিয়েছে তা রাখতে পারবে তো? এই সকল ভাবনার মধ্যে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সেই একই চিন্তা তার মাথায় ঘোরপাক খায়। মনে-মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক তাকে বিরত থাকতেই হবে, নইলে ভায়রা ভাইয়ের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। সাধারণত ঘুরে বেড়িয়ে তার সময় কাটে। মাঝে-মাঝে ধর্মপল্লীর যে কোন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

সকালে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে মন্টু। তার একটিই প্রার্থনা, সে যেন মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে পারে। আর সত্যিই সে প্রথম এক সপ্তাহ ঐ ছাইপাশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো, খেতে মন চাইতো। এভাবে দেখতে দেখতে আরেক সপ্তাহ চলে যায়। সে লক্ষ করে দেখে তার স্ত্রী দীপালী তার সাথে আগের মত ব্যবহার করে না। সব কিছুতেই দরদ আর আন্তরিকতা দেখায়। একদিন মন্টুর সমবয়সী রতন, রিপন, বিমল রাস্তার পাশে তাল তলায় বসে মদ খাচ্ছিলো। তাকে দেখে বাল্যকালের বন্ধু রিপন বলে, "কীরে মন্টু কি খবর, তুইতো দেখি আজকাল আমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলি। শুনলাম, তুই নাকি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস"। আরেক বন্ধু রতন বলে, "এদিকে আয়, বস্, একটু খাঁ"। মন্টু বাড়ির দিকে পা বাড়াতে দেখেই বিমল বলে উঠে, "আর কত ভণ্ডামী করবি"। মন্টুর খুব রাগ হচ্ছিল। তারপরও কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ি চলে আসে।

এর মধ্যে মন্টুর ভায়রা ভাই শংকর এসে ছিল একদিন, তবে বেশি সময় থাকেনি। বাজারে দোকান মেরামতের কাজ চলছে, তাই দ্রুত চলে যায়। দেখতে-দেখতে চল্লিশ দিন পার হয়ে ইস্টার চলে আসে। কষ্ট হলেও সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছে তাই সে অনেক খুশি। রবিবারে ইস্টারের খ্রিস্টযাগের পর শিপনের সাথে দেখা হতেই শুভেচ্ছা বিনিময় করে। শিপন বলে, "কাকা আমি সব শুনেছি দীপালী কাকীর কাছে"। শিপনের বাড়ি উত্তর পাড়ায়, নিজে পরিশ্রম করে আজ প্রতিষ্ঠিত। মন্টু শিপনকে একটু স্নেহের চোখে দেখে আর পছন্দও করে। শিপন বলে, "কাকা তোমার এখন কেমন লাগছে, এই যে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকাল না খেয়ে ছিলে। তখন মন্টু বলতে শুরু করে, "বিশ্বাস কর, আমার যে উপলব্ধি তা সত্যিই অসাধারণ। এখন আমার ৫৬ বছর চলছে। এই প্রথম প্রায়শ্চিত্তকালে পূর্ণ বিরত থাকলাম। নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করলাম! কি করলাম এত বছর? তোর কাকীর সাথে কোনদিন ভাল ব্যবহার করেনি। শুধু পয়সাই নষ্ট করেছি। ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনদিন চিন্তাও করেনি। জানিস শিপন, সমাজের মানুষ আমাকে এখন মান্য করে চলে। সবার ভালবাসা পাচ্ছি, আর কি চাই। আমার জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে এই প্রায়শ্চিত্তকাল। যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ধ্যান করেছি। আমাকে নতুন জীবন দান করে, নতুন মানুষ করে তুলেছে"। হাটতে-হাটতে তারা অনেক দূর চলে আসে। শিপন বলে, "কাকা চলো আমার বাড়িতে"। "না রে, আজ নয় আরেক দিন"। আমার ভায়রা ভাই শংকর আসবে, তাই তার সাথে একটু সময় দিতেই হবে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে শুধু পাইল-পর্বে খাবো (পর্ব উৎসবে)। যিশুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিতর গভীর উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার জন্য। শিপনের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে মন্টু বাড়ির দিকে পা বাড়ায়॥

নিজেকে প্রশ্ন গুলো কর

প্রশ্নগুলো উত্তরের দাবী রাখে। নিজেকে জিজ্ঞেস করঃ

- আমি কে?
- আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
- আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে আমার যোগাযোগ কেমন?
- জীবনের অধিকাংশ সময় আমি কী চাই?
- আমার সবচেয়ে মূল্যবান সময় কী?
- যেহেতু আমি পৃথিবীতে আছি, পৃথিবীকে আরও উত্তম স্থানে পরিণত করতে আমি কোন ধরনের ক্ষুদ্র কাজ করতে পারি?

যদি আমি সামনে এগিয়ে চলি এবং নিজের দিতে ফিরে তাকাই, আমি কী দেখি? আমি যা দেখি তাতে কী আমি সন্তুষ্ট? প্রয়োজনবোধে আমি কী নিজেকে পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক? আমার কী আছে, যা আমি অন্যদের দিতে পারি?

অন্যদের দেওয়ার মধ্যে তুমি বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

প্রার্থনা

প্রেমময় প্রভু, তোমার অপরূপ ও মহান সৃষ্টির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে আশীর্বাদ করো যেন জীবন পথে চলতে চলতে বুঝতে পারি, আমি কে? আমকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যইবা কী এবং আমার মূল্যবান সম্পদগুলো কি কি? তা আবিস্কার করে যেন তা তোমার ভালবাসার রাজ্য গড়তে ব্যাবহার করি, এমন আশীর্বাদ দান করো। - আমেন

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও
মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি
অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

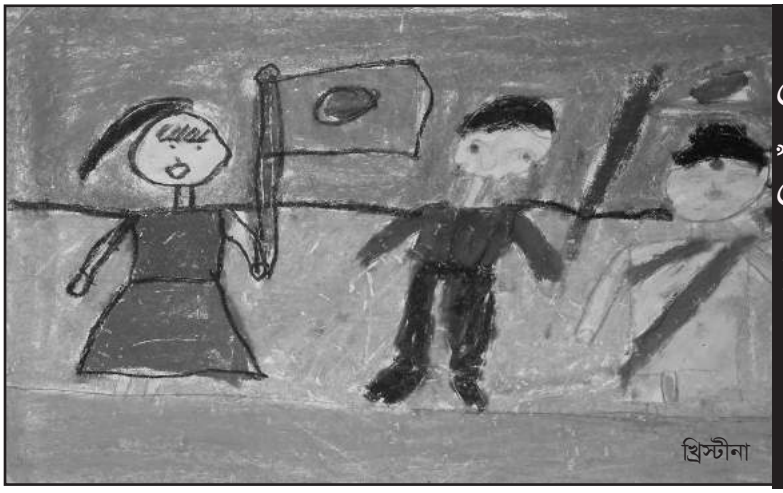

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রিস্টীনা

আহ্বান

শংকর পল রোজারিও

কপালে ভস্ম দিয়ে শুরু হয় তপস্যাকাল
বিশ্বাস, আশা ও প্রেম নবায়ন কাল।
পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত থাকে চলমান
খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা থাকুক বহমান।
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা যদি কর পালন
পরকালের জন্য তা করতে হবে অন্তরে লালন।
যদি কর ত্যাগ, সংযম, দয়া ও দানে
মানুষের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি আনে।
আত্ম-মূল্যায়ন করে নিজেকে কর আবিষ্কার
ভাল-মন্দ, ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পারবে পরিষ্কার।
স্বার্থপরতা, পাপা-অন্যায়, দূর্বলতা জয় করতে হও প্রয়াসী
অনুতাপে আসবে আত্মোপলব্ধি তাতে হবে বিশ্বাসী।
ঐশ্ববাণী সকলকে করে আহ্বান
মানুষের প্রতি মানুষের হতে হবে যত্নবান।
স্বার্থপরতা ও আমিত্ববোধের না করি বড়াই
অভাবী অবহেলিত মানুষের পাশে যেন দাঁড়াই।
হিংসা-দ্বেষ না করি বিবাদ-বিশৃংঙ্খলা
যিশুর জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করে
আনতে পারি শৃংঙ্খলা।

তিন বন্ধুর কাণ্ড!

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

রসগোলায় রস নেই;
আছে শুধু গোলা,
তাই দেখে অবাক হয়;
আব্দুস সাত্তার মোলা।
জিলেপিতে এত পেঁচ;
সাথে ইয়া গিট্টু,
সুনীল কুমার মণ্ডল বলে,
দাঁড়াও ভাই ইট্টু।
প্রলয় দীপক বলে;
এখন সময় নাই,
গোলা আর জিলেপিই;
দই দিয়ে খাই॥

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ⃞ গত মার্চ মাস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আর মূলবিষয় হিসেবে বেছে নেয়া হয় : "এসো সৃষ্টির যত্ন করি"। উল্লেখ্য সেমিনারে টিফিন বিরতির পর এনিমেটদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাইবেল কুইজের পর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুদের নিয়ে বাইবেলভিত্তিক অভিনয় ও ক্রুশের পথ করা হয়। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ্য থেকে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে যিশু ও মা-মারিয়ার ছবি এবং ধর্মীয় বই উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লী থেকে পালপুরোহিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, শিশুমঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতাএসএমআরএ ও অন্যন্য এনিমেটরদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। শিশুমঙ্গল সেমিনার সার্থক ও ফলপ্রসূ করার জন্য ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, সিস্টারগণ ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন। সেমিনার শেষে জীবন গঠন ও নবায়নের শুভ প্রেরণা ও অঙ্গিকার নিয়ে শিশু ও এনিমেটরগণ নিজ-নিজ পরিবারে ফিরে যান।

শিশুমঙ্গল সেমিনার পাগাড় ধর্মপল্লী

শিশুমঙ্গল সেমিনার ভাদুন ধর্মপল্লী

শিশুমঙ্গল সেমিনার ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী

পাগাড় ধর্মপল্লীতে : গত ১০ মার্চ রোজ মঙ্গলবার পাগাড় ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে সেমিনারের শুরুতেই ছিল শ্লোগানপূর্ণ আনন্দ র‍্যালি এবং পালপুরোহিত ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেশন, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, মিসেস ঝর্ণা ডি' ক্রুশ ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআর-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেশন ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া । উপদেশে ফাদার শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ মূলসুরের উপর শিশুদের প্রতি পিতা-মাতার ও পিতা-মাতার প্রতি কেমন হবে সন্তানের আচরণ এ বিষয়ের উপর তিনি তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, সেমিনারে ১২০জন শিশু, ১০জন এনিমেটর এবং ৩জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে : গত ১২ মার্চ রোজ শুক্রবার মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর এবং উপ-ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনারের শুরুতেই ছিল শিশুদের শ্লোগানপূর্ণ আনন্দ র‍্যালি এবং পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক রোজারিও ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআর-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক রোজারিও। উপদেশে ফাদার বলেন, "শিশুরা সরলতার মধ্যদিয়ে অন্যের কাছে প্রেরিত হয় এবং শিশুরা সহজ সরল বলে সব কিছু ভুলে গিয়ে সবার সাথে মিশতে পারে। সরলতার কারণে শিশুরা সহজেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। একই সাথে শিশুদের তিনি দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন।" খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ মূলসুরের উপর প্রাঞ্জল ভাষায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিশুদের প্রতি পিতা-মাতার ও পিতা-মাতার প্রতি কেমন হবে সন্তানের আচরণ এ বিষয়ের উপর তিনি তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, সেমিনারে ১২০ জন শিশু, ১২ জন এনিমেটর এবং ৩জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

মঠবাড়ি ধর্মপল্লীতে : ১৩ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ শনিবার মঠবাড়ি ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনারের শুরুতে ছিল শিশুদের শ্লোগানপূর্ণ আনন্দ র‍্যালি এবং পালপুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল রোজারিও এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার কাউন্ট রোজারিও এবং ফাদার শেখর পেরেরা। উপদেশে ফাদার শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ মূলসুরের উপর শিশুদের প্রতি পিতা-মাতার ও পিতা-মাতার প্রতি কেমন হবে সন্তানের আচরণ এ বিষয়ের উপর তিনি তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, সেমিনারে ৩০০জন শিশু, ৬০জন এনিমেটর, ৪জন ফাদার ১জন সেমিনারীয়ান এবং ২জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে : গত ১৭ মার্চ রোজ মঙ্গলবার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনারের শুরুতেই ছিল শিশুদের শ্লোগানপূর্ণ আনন্দ র‍্যালি এবং সহকারি পালপুরোহিত ফাদার শিশির কোড়াইয়া এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতাএসএমআরএ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার কল্লোল রোজারিও এবং ফাদার শিশির কোড়াইয়া। উপদেশে ফাদার শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার কল্লোল রোজারিও মূলসুরের উপর সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য সেমিনারে ২০০জন শিশু, ৬০জন এনিমেটর, এবং ২জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

ভাদুন ধর্মপল্লীতে : গত ১৯ মার্চ রোজ শুক্রবার সাধু যোসেফের পর্বদিনে ভাদুন ধর্মপল্লীর শিশু-এনিমেটর ও শিক্ষকদের নিয়ে ধর্মপল্লীতে এক শিশুমঙ্গল সেমিনারের শুরুতেই ছিল পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন অত্র ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রলয় আগস্টিন ক্রুশ। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ প্রজেক্টরের মাধ্যমে মূলসুরের উপর উপস্থাপনা রাখেন। এরপর এনিমেটরদের ৪টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ করানো হয়। উল্লেখ্য, সেমিনারে ৬২ জন এনিমেটর, ৮জন সিস্টার এবং ৩জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

বক্সনগর উপধর্মপল্লীতে আলোর শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ খ্রিস্ট আমাদের জীবনের আলো এবং আমাদের আলোর পথের চলার আর্দশ। আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য এবং আলোর সাথে চলার প্রত্যয় নিয়ে গত ২০ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, সন্ধ্যায় আঠারগ্রামের গোল্লা ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত পাদুয়ার সাধু আন্তনীর গির্জা বক্সনগর উপধর্মপল্লীতে বক্সনগর শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে একটি প্রায়শ্চিত্তকালীন অলোর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শিশুদের উৎসাহ দিতে বক্সনগর গ্রামের খ্রিস্টভক্তগন এই আলোক শোভাযাত্রায় মোমবাতি নিয়ে অংশগ্রহন করেন। এই আলোকিত সন্ধ্যার মূলভাবে ছিল "আলোকিত যিশু আমাদের জীবনের আলো"। যিশু নিজের আলো ছড়িয়ে ছিলেন নিজের অসহনীয় ত্যাগস্বীকার এবং পূর্ণ আত্মদানের মধ্যদিয়ে। ঠিক তেমনি আমাদের শিশুরাও যেন আলোকিত মানুষ হতে পারে এবং খ্রিস্টের ত্যাগস্বীকার এবং আত্মদানের গভীর অর্থ নিজেদের জীবনে বুঝতে পারে সেই জন্য তারা ঐ পবিত্র সন্ধ্যায় 'শোকময় পঞ্চ নিগুঢ়তত্ত্বের উপর একটি ধ্যান-প্রার্থনা করে। হলিক্রস সিস্টারস এবং মায়েদের সহযোগিতায় ধ্যান প্রার্থনা পরিচালনা করেন শিশুরা। প্রথমে সকলে মিলিত হয় বক্সনগরের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন গির্জায়। সেখানে শিশুদের পরিচালনায় ও অংশগ্রহনে প্রার্থনা শেষে সকলে মোমবাতি হাতে নিজেরা আলোকিত মানুষ হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে শোভাযাত্রা শুরু করে নতুন গির্জার অভিমুখে। এরপর সকলে সমবেত হয় নতুন গির্জার গ্রোটোতে। সবাই মা মারিয়ার মধ্যস্থতায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, মণ্ডলীর পরিচালকদের জন্য এবং করোনা মহামারীর এই অন্ধকার সময় থেকে মুক্তি লাভের জন্য একত্রিত হয়ে প্রার্থনা জানায়॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে জাতীয় শিশু দিবস পালন

সিস্টার মেরী অঞ্জলি এসএমআরএ ▯ গত ১৭ মার্চ ২০২১খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে প্রায় ২৭০জন শিশু ও এনিমেটর নিয়ে অর্ধদিবস ব্যাপি জাতীয় শিশু দিবস পালন হয়। দিনের শুরুতে ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ। উপদেশে তিনি শিশুদের বলেন, 'শিশুদের প্রধান কাজ মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করা, গির্জায় আসা, প্রার্থনা করা, পিতামাতা-শিক্ষকমণ্ডলী-গুরুজনদের বাধ্য থাকা, তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করা।' খ্রিস্টযাগের পরে গির্জার প্রাঙ্গণে পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ, ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ এবং শিশুদের মধ্য থেকে একজন মিলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। এরপর 'বাইবেলের আলো-ঘরে ঘরে জ্বালো/ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে-ঘরে রোজারি মালা' শ্লোগান সহ হলঘরে প্রবেশ করা হয়। সেখানে সবাই মিলিত হলে পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু একজন আদর্শ, সাহসী, দেশ প্রেমিক, জ্ঞানী, দূরদর্শী এবং দরদী নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর কাজ ও ভালোবাসায় আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকবেন। শেষে এনিমেটরদের সহায়তায় শিশুরা ব্লক ভিত্তিক অভিনয়, নাচ, গান, জারিগান উপস্থাপন করেন। পরিশেষে ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও টিফিন, ছোট উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়॥

শুলপুর সংবাদ
শংকর পল রোজারিও ▯

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর ১৪তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন

বিগত ১৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী, শুলপুর এ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। আর্চবিশপ মহোদয়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার আদম পেরেরা সিএসসি এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা ও ফাদার লেনার্ড রোজারিও। খ্রিস্টযাগ শেষে এসবিএম জনকল্যাণ সমিতি মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করে।

সাধু যোসেফের গির্জা, শুলপুরকে তীর্থস্থান ঘোষণা

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই অত্র ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্বীয় খ্রিস্টযাগ প্রাক্কালে সাধু যোসেফ গির্জা, শুলপুরকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ঘোষিত "সাধু যোসেফ" এর বর্ষ উপলক্ষে পবিত্র তীর্থস্থান ঘোষণা ফলক উন্মোচন করেন। এসময় উপস্থিত খ্রিস্টভক্তগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন

মহান সাধু যোসেফের নয়টি গুণ নিয়ে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবে বিগত ১০ মার্চ হতে ১৮ মার্চ পর্যন্ত নয়দিন নভেনা পালন করে ১৯ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রীস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা ও অন্যান্য ফাদারগণ তাকে সহযোগিতা করেন। আর্চবিশপ মহোদয় উপদেশ বাণীতে মহান সাধু যোসেফের বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এদিন পর্ব উপলক্ষে শুলপুর সেন্ট যোসেফ ক্লাব "শুলপুর দর্পণ" প্রকাশ করে এবং বিকালে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সবশেষে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু যোসেফের পর্বে পৌরহিত্য দানকারী মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, উপস্থিত সকল ফাদার-সিস্টার, অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিতাদানকারী সকল খ্রিস্টভক্তগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

প্রায়চিত্তকালীন সেমিনার

গত ১৯ মার্চ, শুক্রবার, পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়ায় প্রায়চিত্তকালীন এবং "ফ্রাত্তেলী তুত্তী বা আমরা সবাই ভাইবোন" এই দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে ধর্মপল্লীর ১২৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। শুরুতে পাল-পুরোহিত ফাদার অমল ডি' ক্রুজ সবাইকে শুভেচ্ছা ও সেমিনারে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান এবং প্রায়চিত্তকালের উপর কিছু সহভাগিতা করেন। ফাদার কুঞ্জন কুইয়া পোপের সর্বজনীনন পালকীয় পত্র "ফ্রাত্তেলী তুত্তী বা আমরা সবাই ভাইবোন" এই বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করেন। উপস্থাপনায় ফাদার বিভিন্ন উদাহারণ দিয়ে আঁটি অধ্যায় উপস্থাপনা করেন। পরে 'করোনাভাইরাসের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আমাদের করণীয়' এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও। পরে দুপুরে আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি হয়।

শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২মার্চ, সোমবার, পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়ায় অর্ধদিবসব্যাপী শিশু মঙ্গল দিবস উৎযাপন করা হয়। ধর্মপল্লীর শিশুমঙ্গল সংঘের সকল শিশু ও শিশু এনিমেটরদের আগমনে ধর্মপল্লীতে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শুরুতে সকল শিশুদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা পরিচালনা করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও। এর পর শুভেচ্ছা বক্তব্য ও গঠন মূলক বক্তব্য রাখেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার অমল ডি' ক্রুজ। পরে শিশুদের জীবন গঠনে সহায়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে উপস্থাপনা রাখেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষে সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ। এ উপস্থাপনায় শিশুরা তাদের জীবনের জন্য বিভিন্ন কিছু শিখেছে। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় জীবন, নৈতিক জীবন ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে। সিস্টরের উপস্থাপনা শেষে শিশুদের জন্য মঙ্গলসমাচারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে শিশুরা উত্তর দেয় এবং বিশেষ পুরষ্কার লাভ করে। পরে উপস্থিত সকল শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। এ খেলায় প্রত্যেকজন শিশু স্বতস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। পরে সকলের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে গৃহ আশীর্বাদ

যোশুয়া খংস্লিং গত ৭ ও ৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু প্যাট্রিকের গির্জার অন্তগর্ত জাফলং, রাধানগর, ঘোয়াইনঘাটা এর প্রতাপপুর, লামা, নকশিয়া, সংগ্রাম, বরলা, মোকাম, গোয়াবাড়ী ও জাফলং চা বাগানের খ্রিস্টভক্তদের বাড়ী আশীর্বাদ করা হয়। এপ্রিল ৭, বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯টা হতে এই বাড়ী আশীর্বাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাড়ী আশীর্বাদ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রানাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। সেই সাথে প্রতিটি পুঞ্জির খ্রিস্টভক্তগণ এই গৃহআশীর্বাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই আশীবার্দ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় ৮ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার উপদেশ বাণীতে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের আলো সে সম্পর্কে সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন- এই গৃহ আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ও অন্তরে এসেছেন। আমরা যেন নতুনভাবে প্রতিদিন তার আশীর্বাদ নিয়ে পথ চলি। যদিও আমরা একটি দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে দিন অতিবাহিত করছি তবুও যেন আমরা সাহস ও ধৈর্য্য না হারাই। কারণ খ্রিস্ট আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের অন্ধকারের মেঘ থেকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট আমাদের গৃহের সহায় আছেন এবং তিনি আমাদের গৃহকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে সচেতন থাকতে হবে যেন আমরা এই মহামারীর সময়ে যিশুকে নিয়ে পথ চলি। নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। সবাইকে গৃহ আশীর্বাদের অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় এই গৃহ আশীর্বাদের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন

আমি বরুন পিরিচ, বয়স-৪৫, পিতা-মৃত: ফ্রান্সিস পিরিচ, মাতা: বিমলা পিরিচ, ঠিকানা: গ্রাম ও ধর্মপল্লী: মাউছাইদ, পো: উজামপুর -১২৩০, থানা: উত্তরখান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর একজন বাসিন্দা। আমি ৩ সন্তানের জনক। বিগত ১০ বছর যাবৎ আমি কিডনির জটিল রোগে ভুগছি ও প্রচুর কষ্টে দিনানিপাত করছি। আমি এতদিন নিজ সম্বলে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে আসছি। ডাক্তারদের পরামর্শে প্রতি মাসেই আমাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হচ্ছে। বর্তমানে আমার শারীরিক অবস্থা অনেক খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডাক্তারদের পরামর্শে প্রতি সপ্তাহে ২টি ডায়ালাইসিস নিতেই হয়। বর্তমানে ঢাকা গণ স্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ডাক্তারের অধীন চিকিৎসাধীন আছি। বিগত ১৬ মাস যাবৎ অত্র হাসপাতালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সপ্তাহে ২টি করে ডায়ালাইসিস নিচ্ছি এবং তা চলমান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঔষধ আর। টেষ্টও আমাকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে আমার পরিবার-পরিজন, যাদের কথা চিন্তা করলে আর কোন কুল-কিনারা পাই না। যে ছোট-খাটো চাকরিটা করছিলাম তাও হারাতে হয়েছে এই মরণব্যাধি অসুখের কারণে। জমানো যা টাকা-পয়সা ছিল তাও শেষ। বর্তমানে নিস্ব অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছি। চিকিৎসা চালিয়ে যাবার মত ক্ষমতা বা সাধ্য আমার আর নেই। এ অবস্থায় আপনারাই আমার একমাত্র ভরসা সাথে সদা প্রভু ঈশ্বর।

অতএব, সহৃদয়বান ব্যক্তিদের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, দয়া করে ডায়ালাইসিস করানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দানে বেঁচে থাকার একটু ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিলে আমি, স্ত্রী-সন্তান আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত নিবেদক

(বরুন পিরিচ) আইডি নং- ৪৫২৮৮
মোবাইল : ০১৭৭৫-১৪৫১৬২
০১৭৬২-৬৪৫৩৩০

বি: দ্র:
একাউন্টের নাম : বরুন পল পিরিচ
একাউন্ট নং-৭০১৭৩১১০২৭৮০৪
ডাচ বাংলা ব্যাংক লি:

পাওয়া যাচ্ছে ড. অগাস্টিন ক্রুজ এর নতুন পাঁচটি বই

ড. অগাস্টিন ক্রুজ

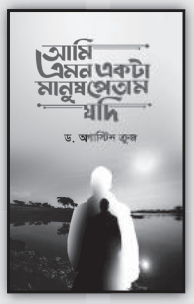

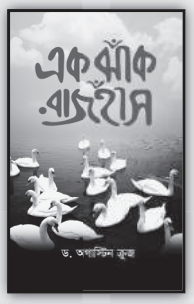

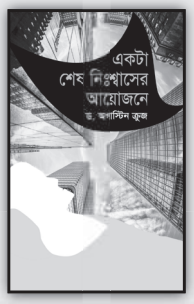

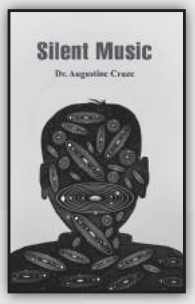

1

সুখবর-সুখবর-সুখবর- বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বহুল আলোরণ সৃষ্টিকারী লেখক- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরমাত্রিক দার্শনিক এবং নিভৃতচারী **কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ**-দর্শনই তাঁর জীবন, দর্শনই তাঁর ভালোবাসা, দর্শন নিয়েই তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড - বিশ্লেষণ করেছেন। ড. অগাস্টিন ক্রুজ- এর এবারের গ্রন্থসমূহ ৪টি বাংলা যথাক্রমে **১)** আমি এমন একটা মানুষ পেতাম যদি **২)** একটা শেষ নিঃশ্বাসের আয়োজনে **৩)** এক ঝাঁক রাজহাঁস **৪)** হেঁয়ালি বিধাতা এবং ১ টি ইংরেজি Silent Music কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবির অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ বাংলা যথাক্রমে :- **১)** আমার জন্ম হয়েছে বলেই, **২)** বিধাতার ইচ্ছে, **৩)** এমন যদি হতো ও **৪)** তবে তাই হউক, **৫)** মহাপরাজয়, **৬)** একটা কোমল গোলাপ, **৭)** সব হৃদয়ে ভালোবাসা আছে **৮)** আত্মার সন্ধানে **৯)** চাবিকাঠি যেন কারো হাতে, ১০) আমি সে স্বর্গ চাই না, **১১)** মহাকাল কাঁদিছে অঝোরে, **১২)** বিলাস-ভাবনা এবং ইংরেজি যথাক্রমেঃ- **1)** Speechless **2)** Let Me Be Alone **3)** If I Were Not Born. জ্ঞানকোষ প্রকাশনির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি এবারের গ্রন্থ মেলায় ৩৪৮ থেকে ৩৫১ নং স্টলে পাওয়া যাচ্ছে আরো পাওয়া যাচ্ছে **১)** জ্ঞানকোষ, ১০-১১ মমতাজ পাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, **২)** ফরিদা কর্পোরেশন, নীলক্ষেত, ঢাকা, **৩)** জ্ঞানকোষ, ৫-৭ সোবহানবাগ মসজিদ মার্কেট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ এবং **৪)** প্রতিবেশী প্রকাশনী (তেজগাঁও, সিবিসিবি সেন্টার-আসাদ এভিনিউ, নাগরী এবং লক্ষ্মীবাজার) দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস কবিতাগুলো পাঠকদের মনে দাগ কাটবে। নিজে বই কিনুন এবং প্রিয়জনকে বই কিনতে উৎসাহিত করুন এবং উপহার দিন।

2

DIPLOMATS World, December, 2020
What emerges from these pages is a deep-thinker, a seeker of truth and beauty, imaginative, intuitive, searching for meaning and purpose in the world around him, be it a chance encounter or the wonders of nature.
It is no small matter to venture into the field dominated by such giants as Shakespeare, Wordsworth and T.S. Eliot. Dr. Cruze is to be commended for his courage.
The vision, the insights, the burning questions, the lofty realisations of this seer-poet are worthy of sharing with the English-speaking world. It will undoubtedly benefit from having the opportunity to read his verses.

Shantishri McGrath
Sri Chinmoy Centre, Dhaka

3

I have had the opportunity to read two books of poems by Dr. Augustine Cruze. He writes poetry in both English and Bengali. His poems, of which he is the author of many, are clearly written from the heart. They express vividly human emotions which we all experience-hope, longing, expectation, disappointment, loss, confusion. They are poems with faith as their root and source.
Faith can be challenged, tested. Faith can struggle and question, but faith remains what is held on to.
The poems have imagery taken from nature and world around us. These poems should be read slowly and, when possible, aloud to get the full impact of them.
The author of so many poems would be the first to admit that not all the poems are of equal value and clarity, but many are very fine and moving.
I would recommend his poems as well worth spending time with. They are written from the heart and will speak to many reader's hearts.

Fr. Frank Quinlivan, C.S.C.
English Teacher
Notre Dame University, Bangladesh
Member Board of Trustees.

4

The Daily New Nation
18/05/2018
Dr. Augustine Cruze has endeavored to bring pseudo-political and religious fervor in the gamut weaving Bengali words in rhymes from earth to heaven above. While weaving Bengali words in rhymes it appears that he used to follow Jibananandio style to some extent using Bengali colloquial and classical words. As a matter of fact his entire idea is likely to be Philosophic. At last he has submitted himself to Almighty entire idea is likely to be confusion regarding socio-religious and political aspects in life on earth that's God willing!

By-
M Mizanur Rahman

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	.....ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	.....ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৪

Regd. No. DA-33
❖ 25 April - 1 May, 2021, ১২ - ১৮ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে...

প্রয়াত মিস. বেনেডিক্টা গমেজ (বেনাদী দিদি)
জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দিবো না...

কালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো দু'বছর! তুমি চলে গেছো পরমদেশে! তুমি নেই - তুমি আছো, এই নিষ্ঠুর সাংঘর্ষিক সত্যের মুখোমুখি হলেও আমরা স্থিরচিত্ত! সবকিছুতে সর্বদাই তুমি আছো সবার সাথে আমাদের তুমি হয়ে। তোমার আশীর্বাদ - তোমার আদর্শ আমাদের চলার পথের আলোকরেখা। নিত্যদিনের কর্মযজ্ঞের আবাহনীতে তুমি চালিকা ও গতিশক্তি, হৃদাকাশে চিরন্তন ধ্রুবতারা। আমাদের ছায়াতল ও শিরোপা তুমি! আমরা নিরন্তর সিক্ত ও সজীব তোমার অমিয় স্নেহধারায়। তুমি আমাদের বিন্দু ও মাত্রা, সকল কাজের পূর্ণতা। জাগ্রত রেখেছি আমরা তোমায় হৃদমাঝারে, হৃদয় নিঃসৃত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সীমাহীন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায়। আমাদের মনোমন্দিরে তুমি সতত পূজিত ও আরাধ্য, স্মৃতিতে চির অম্লান। মহানন্দে থেকো তুমি পরম পিতার পুণ্য সান্নিধ্যে।

এক ভয়ানক সময় পার করছে পৃথিবীর মানুষ। অতিমারী ডেকে এনেছে জরা-জীর্ণতা, মৃত্যু, হতাশা-নিরাশা। আনন্দলোক থেকে মানুষের জন্য বরিষ তুমি শান্তি, আনন্দ, আশা ও সুস্থ জীবনের নিশ্চিন্দি।

আমাদের দাও মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা করার শক্তি ও ঋদ্ধি।

তোমার স্নেহভাজন -

ভাই ও ভাইবউ : যেরোম ও মনিকা গমেজ (মনি)
ভাইপো ও তাদের পরিবার : অজিত-মনিকা ও স্বপ্ন, অসীম-নিপা ও অংশীতা, অসিত-কাঁকন, অতসী ও সপ্তর্ষি
ভাইঝি : সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

বেনেডিক্টা ভিলা, তেঁতুইবাড়ী, পোঃ উলুখোলা, জেলাঃ গাজীপুর

বিজ্ঞ/২১৫/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org